POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ

এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।

(আল আরাফ: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 46

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 17 নভেম্বর, 2022 21 রবিউস সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমাদের নীতি হল, প্রত্যেকের সঙ্গে সৎ আচরণ কর আর খোদা তা'লার সকল সৃষ্টির উপকার করা উচিত।

শাসকের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

সত্য অন্তঃকরণে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না করাকে আমি অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

অব্যর্থ চিকিৎসা বিধান বলতে কিছু নেই

আমাদের পরিবারে মির্যা সাহেব (তাঁর সম্মানীয় পিতা মির্যা গোলাম মুরতাজা সাহেব মরহুম) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চিকিৎসার কাজ করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর খুব হাতযশ ছিল। কিন্তু তিনি বলতেন, অব্যর্থ চিকিৎসা বিধান বলতে কিছু নেই। বস্তুত, তিনি সত্যিই বলেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ব্যতিরেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করা একটি কণারও কার্যকারিতা থাকে না। "

শাসক এবং আত্মীয়দের প্রতি ভাল ব্যবহার

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, শাসক ও আত্মীয়দের সঙ্গে কেমন আচরণ করব? তিনি উত্তর দিলেন: প্রত্যেকের সঙ্গে সৎ আচরণ কর। শাসকের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তারা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে আর যাবতীয় প্রকারের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। সত্য অন্তঃকরণে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না করাকে আমি অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করি।

আত্মীয়স্বজনদের অধিকারসমূহ: তাদের প্রতিও সৎ আচরণ করা উচিত। তবে যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধাচরণ হয়, সেগুলি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত।

আমাদের নীতি হল, প্রত্যেকের সঙ্গে সৎ আচরণ কর আর খোদা তা'লার সকল সৃষ্টির উপকার করা উচিত।

দোয়া এবং ঐশী তকদীর

'যখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা নিকটবর্তী হয়, তখন তিনি দোয়া কবুল হওয়ার উপকরণসমূহ এনে দেন। হৃদয়ে এক বিগলন, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। 'কিন্তু যখন দোয়া কবুল হওয়ার সময় হয় না,তখন হৃদয়ে প্রশান্তি ও আনুকূল্য সৃষ্টি হয় না। নিজের প্রকৃতির উপর যতই জোর দাও না কেন, কোনও মতেই দোয়ার জন্য মনোযোগ সৃষ্টি হয় না। এর কারণ হল, কখনও খোদা তা'লা তাঁর নিয়তির বিধানকে মানতে বাধ্য করে আবার কখনও দোয়াও কবুল করেন। সেই কারণেই আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐশী আদেশের লক্ষণ প্রকাশ হতে দেখি, ততক্ষণ দোয়া কবুল হওয়ার আশা কম করি আর দোয়া কবুল হলে যতটা আনন্দ পাই তার চেয়েও বেশি তাঁর নিয়তির বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকি। কেননা খোদার নিয়তির বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকার সুফল ও কল্যাণ এর থেকে অনেক শ্রেয়।"

(মালফুযাত, '১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৩)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

প্রসঙ্গ মেয়েদের পশু জবেহ করা

২২৬৫) কাআব বিন মালিক (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজ পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে তাঁর ছাগলের পাল ছিল যা সিলা পাহাড়ে চরে বেড়াত। আমাদের এক দাসী সেই ছাগলগুলোর মধ্য থেকে একটি ছাগলকে দেখলা তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তখন সে পাথরের একটি টুকরো ভেঙে নিয়ে তা দিয়ে ছাগলটি জবেহ করে। হযরত কাআব বাড়ির লোকদের বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করি তোমরা এটি খেয়ো না। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট কাউকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, ততক্ষণ তোমরা এটি খেয়ো না। তিনি নবী (সা.) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন বা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। নবী (সা.)এর অনুমতি দেন। উবাইদুল্লাহ্ বলেন: আমার এই বিষয়টি খুব পছন্দ হয়েছিল যে সে মেয়ে হয়ে (ছাগল) জবেহ করেছিল।

(ব্যাখ্যা:) হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বলেন: এই হাদীসটির সম্পর্ক সেই আদেশের সঙ্গে নেই যাতে বৈধ ও অবৈধ বিষয়াদির বর্ণনা রয়েছে, বরং এর সম্পর্ক অভিভাবকত্বের সঙ্গে। মেয়েটি ছাগল মালিকের দাসী ছিল। এদিক থেকে ছাগলগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। সে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে কিন্তু তা হিতের জন্য। ছাগলটি মারা যেতে দেখে জবেহ করেছে। অতএব, রক্ষক এবং অভিভাবকের জন্য এমনটি করা বৈধ আর অভিভাবক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এমনটি করার অধিকার পায় যা ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

(বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ)

কুরআন করীমের কি অসাধারণ নৈতিক সৌন্দর্য দেখুন! জিহাদের আদেশ দেওয়ার পূর্বে এর সীমা ও বিধিনিষেধ বর্ণনা করা শুরু করে দিয়েছে যাতে অন্যায় করার সম্ভাবনাই অবশিষ্ট না থাকে।

'ইকাব' শব্দে এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবৈধ আক্রমণের জবাবকেই জিহাদ বলা হয়। পশুসুলভ আক্রমণকে জিহাদ বলা হয় না,

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ১২৭ নং আয়াত

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا
عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

এবং যতি তোমরা (যালেমদিগকে) শাস্তি দিতে চাহ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর অন্যায় করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের জন্য উত্তম। (সূরা নহল: ১২৬)-এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতের অর্থ কেবল এতটুকু যে, শত্রুরা তোমাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ আহ্বান শুনে তা গ্রহণ করবে না, বরং তারা তোমাদেরকে হত্যার করার জন্য অস্ত্র ধারণ করবে। তাই বলা হয়েছে যে, যখন এমনটি হবে, তখন আত্মরক্ষার জন্য তোমাদেরকেও অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

কি অসাধারণ অলৌকিক বাণী এটি! এখনও রসুলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় রয়েছেন, ইহুদী বা খৃষ্টানদের সঙ্গে কোনও লড়াই শুরু হয় নি। কিন্তু মক্কাতেই এই সংবাদ দেওয়া হল যে, ইহুদী এবং খৃষ্টান, উভয় জাতি তোমাদের উপর অত্যাচার করবে আর সেই সময় প্রতিরক্ষা হিসেবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি থাকবে। তবে এই উপদেশ অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে, তাড়াহুড়ো করবে না আর প্রথতে ধৈর্য প্রদর্শন করবে। আর যখন কোনও উপায় না থাকবে তখন যুদ্ধ করবে। রসুল

এরপর ৭ এর পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার(আই.)-এর সমাপনী ভাষণ।(২য় অংশ)

আমি পূর্বেও বলেছি, জামা'তের কোনো কর্মকর্তা যদি আপনাকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে অথবা এমন আচরণ করে থাকে যা আপনার দৃষ্টিতে সঠিক নয়, তাহলে বিষয়টি শান্তভাবে সমাধানের চেষ্টা করুন। সরাসরি সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলুন বা সেই ব্যক্তির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলুন। এর পরও যদি আপনি আশ্বস্ত না হন তাহলে আপনি যুগ-খলীফাকে লিখতে পারেন। এমন বিষয়াদী সন্তানদের সামনে কখনও আলাপ করবেন না। নতুবা তাদের ওপর এর ভয়ানক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে আর এর ফলে তাদের হৃদয়ে ধর্মের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর তারা সমাজের ভিত্তিহীন চাকচিক্যে প্রভাবিত হবে আর সমাজের ভ্রান্ত প্রভাবের শ্রোতে বয়ে যাবে। শিশুদের সাথে প্রতিদিন কথা বলুন। তাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় বলুন যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটতর করবে এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কাছে টেনে আনবে। আমি পূর্বেও বহুবার বলেছি, শুরু থেকেই আহমদী পিতা-মাতার নিজ সন্তানদের বলার বিষয়টি যখন সামনে আসে তখন মানুষ বলে, কখনও কখনও মিথ্যা বললে কোনো অসুবিধা নেই এবং তাদের মতে অন্যকে সন্তুষ্ট রাখতে হালকা মিথ্যা বললে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মিথ্যা কথা তা ছোট হোক বা বড়, এটি অনেক বড় পাপ। আমরা অনেকে সেই প্রসিদ্ধ হাদীসটি জানি যাতে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, জীবনে অনেক পাপ করেছে, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, কোন পাপ তার সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা উচিত, কেননা সেই ব্যক্তি মনে করত যে, সে নিজের সকল পাপ পরিত্যাগ করতে পারবে না। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, সর্বপ্রথম তোমার মিথ্যা পরিহার করা উচিত। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর উত্তর শুনে খুবই আনন্দিত হয় এবং মনে করে যে, এটি খুব সহজ। পরবর্তীতে যখনই সে কোনো অনৈতিক কাজ করতে গিয়েছে তখন দাঁড়িয়ে চিন্তা করেছে যে, যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তাকে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে কেননা সে মহানবী (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, সে মিথ্যা বলবে না। এর ফলে কালের প্রবাহে একে একে সব পাপ সে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে ইতোপূর্বে অভ্যস্ত ছিল। সেই ব্যক্তি মিথ্যা অব্যাহত রাখতে পারতো কিন্তু সে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্য বলার অঙ্গীকার করেছে আর সংকল্পবদ্ধ ছিল এবং সে তার অঙ্গীকার রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছে তাই এক পর্যায়ে সে মুত্তাকীদের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং মু'মিন হয়ে গেছে। আপনারা যারা এই ইজতেমায় আছেন, আপনারাও নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে একই অঙ্গীকার করেছেন। তাই এটি আপনাদের পূর্ণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যক্তিগত এবং পরিবারিক বিষয়াদি আমার দৃষ্টিতে আনা হয়। শুধু পাঞ্জাবী অথবা উর্দু ভাষাভাষী লোকেরাই আমার কাছে এ কথা লেখে না, পাশ্চাত্যে যেসমস্ত মহিলারা বড় হয়েছে অথবা পড়ালেখা করেছে, তারাও তাদের শ্বশুরবাড়ি অথবা পরিবার-পরিজনের এমন আচার-আচরণ আমার কাছে লিখে পাঠায় আর এতে অনেক সময় নেযামে জামা'তকেও তারা এতে জড়িয়ে ফেলে এবং বলে যে, তাদের অমুক নিরপেক্ষ নয় এবং একপেশে আচরণ করছে। এ বিষয়গুলো তদন্ত করলে দেখা যায় যে, কিছু অতিরঞ্জন আছে অথবা উভয়পক্ষ মিথ্যা বলছে। এমন বিষয়ে উভয়পক্ষ যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে ঝগড়া-বিবাদ অনেক সুন্দরভাবে সমাধা হতে পারত। জামা'তের কর্মকর্তাদের জন্যও সহজ হয়ে যেত আর কাযা বিভাগও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারত। এমন সমস্যাবলী তখন দেখা দেয় যখন মানুষ সত্য ছেড়ে দেয় আর সত্যকে জলাঞ্জলি দেয় আর অতিরঞ্জিত আকারে বিষয়াদি তুলে ধরে যেন তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। একথা আদৌ চিন্তা করে না যে, সত্য কী আর ন্যায় কী। স্মরণ রাখবেন, মিথ্যায় কোনো বরকত নেই কেননা সত্য কী তা আল্লাহ্ তা'লা ভালভাবে জানেন। আর মিথ্যা হল চরম পর্যায়ের পাপ যা পারিবারিক শান্তিকে ধ্বংস করতে পারে এবং জামা'তকেও ধ্বংস করতে পারে।

মিথ্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কোনো কর্মকর্তা এক আহমদীর ঘরে না জানিয়েই গিয়ে উঠতে পারে। প্রথম কথা হল, কর্মকর্তার এমন পরিবারের বা জামা'তের সদস্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। অনর্থক কাউকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় অথবা অসময়ে কারও ঘরে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কখনও এমন বিষয় ঘটে থাকে, যদি কোনো কর্মকর্তা অসময়ে কারও ঘরে যায় তাহলে আহমদীদের মিথ্যা বলা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন ঘটনা ঘটেছে যে, জামা'তের কর্মকর্তারা যখন তাদের ঘরে গিয়েছে, তখন শিশুকে মা শিখিয়ে দিয়েছে, বল- মা বাড়িতে নেই। স্বাভাবিকভাবে শিশু অবশ্যই আশ্চর্য হবে যে, মা কেন তাদরেকে মিথ্যা বলতে বলছে? যদিও পাশ্চাত্যে শিশুকে অনেক অসঙ্গত জিনিস স্কুলে শেখানো হয়। একটা ভাল বিষয় হল, এদেশের স্কুলগুলোতে সত্য বলার বিষয়ে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয় তাই এমন পরিবেশে শিশুকে যদি মা মিথ্যা বলতে বলে তাহলে শিশু আশ্চর্য হবে এবং তার জীবনে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। কেউ যদি অতিথির সাথে কথা বলতে না চায় তাহলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত যে, আমি দেখা করতে পারব না, পরে আসুন আর এটি ইসলামিক রীতিসম্মত বিষয়, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু পিতা-মাতা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের সন্তানরাও পিতা-মাতার আচরণে কপটতা দেখবে। তারা দেখছে, একদিকে মা বলে যে, সত্য বলবে, খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর এবং উন্নত গুণাবলী অবলম্বনের চেষ্টা কর কিন্তু যখন দেখবে যে, মা ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করছে, তখন এ ধরনের দ্বৈত ব্যবহার, দ্বৈত আচরণে শিশুদের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে। তখন তাদের পিতা-মাতা যে শিক্ষা দিবে তাতে তাদের কোনো বিশ্বাস থাকবে না। আর তারা তাদেরকে যে শিক্ষা দেবে সে শিক্ষার তারা কোনো গুরুত্বই দিবে না বরং প্রত্যাখ্যান করবে, অবজ্ঞা করবে। এভাবে পিতা-মাতা থেকেও দূরে যাবে এবং ধর্ম থেকেও দূরে সরে যাবে। এমন পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে পিতা-মাতা।

ধৈর্য্য

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা মু'মিনের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত তা হল, সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা। মু'মিনের সবসময় নিজের গাম্ভীর্যের খেয়ার রাখা উচিত আর পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে তার আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা রাখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন আহমদী নারী এমন হওয়া উচিত নয় যে, সে তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো অপছন্দনীয় কথা শুনে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই ফোন ধরেই দ্বিতীয় পক্ষকে গালি দেওয়া আরম্ভ করবে অথবা তার দৃষ্টিতে যে দোষী তাকে ঘৃণ্য কথাবার্তা বলতে থাকবে। এটি পারিবারিক বিষয় হোক বা পরিবারের বাইরের জামা'তী বিষয় হোক। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কিছু অভদ্র মহিলা জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা ইজতেমাতে এমন আচরণ প্রদর্শন করেছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, পাশ্চাত্যের মানুষ সুশিক্ষিত তাই মহিলাদের মাঝে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এমন ঘটনা আমাদের ইজতেমাতেও ঘটেছে আজও এমন ঘটনা ঘটে। তাই আমাদের আচার-আচরণকে সবসময় বিশ্লেষণ করতে হবে আর একথা ভাবা উচিত নয় যে, কিছু বদ অভ্যাস বা কিছু দুর্বলতা বিশেষ কোনো জাতির মাঝেই থাকে অন্যদের মাঝে তা নেই। বিষয়টি এমন নয়। বরং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের কারণে অনৈতিক আচার-আচরণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অথবা এক দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিনয়

মু'মিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বিনয় অবলম্বন করা। বিনয়ী হবার দাবি করা খুব সহজ একটি বিষয়। কিন্তু মানুষের আচরণ তার এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু মানুষ যারা নিজেদেরকে বিনয়ী মনে করে। তারা বোঝে না যে, তাদের আচরণ অন্যদেরকে কষ্ট দেয় অথবা তাদের আচরণে অহংকার প্রকাশ পায় যা অন্যদেরকে কষ্ট দেয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের সবসময় সাবধান থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। সামান্যতম অহংকার আমাদের প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করা উচিত নয়। যেমন একদিকে অহংকার সমাজে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়, অশান্তি সৃষ্টি করে।

একইভাবে এটি সন্তান-সন্ততির নৈতিক তরবিয়তের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই এটি নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

আমার (হাতে) বয়আতের মাধ্যমে খোদা তা'লা হৃদয়ের অঙ্গীকার দেখতে চান। অতএব, যে পুরো নিষ্ঠার সাথে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ হতেসত্যিকার অর্থেই তওবা করে গফুরুর রহীম খোদা তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন আর সে (সদ্য) মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত হয়ে যায়, তখন ফিরিশ্‌তারা তার সুরক্ষা করে।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের ওপর করেছেন তা হলো- তিনি আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিককে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা হলো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদানকারী হই এবং তাঁর সৃষ্টজীবেরও অধিকার প্রদান করি।

সেই ঈমান যা সংশয় ও সন্দেহপূর্ণ, তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কিন্তু যদি তোমরা আন্তরিকভাবে মেনে থাক যে, মসীহ্ মওউদ প্র কৃতপক্ষেই হাকাম (ন্যায়বিচারক), তাহলে তাঁর নির্দে শ ও কাজের সামনে অস্ত্র সমর্পণ কর এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ, যেন তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র নির্দেশের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী পরিগণিত হও।

খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার রক্ষা করাও প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য-কর্তব্য, নতুবা তার বয়আত অসম্পূর্ণ।

সত্য কথা এটিই যে, তোমরা এই প্রস্রবণের নিকটে এসে পৌঁছেছ যা এখন আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে পানি পান করা এখনো বাকি আছে।

আমার (হাতে) বয়আতের মাধ্যমে খোদা তা'লা হৃদয়ের অঙ্গীকার দেখতে চান। অতএব, যে পুরো নিষ্ঠার সাথে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ হতেসত্যিকার অর্থেই তওবা করে গফুরুর রহীম খোদা তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন আর সে (সদ্য) মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত হয়ে যায়, তখন ফিরিশ্‌তারা তার সুরক্ষা করে।"

এ জগৎ আমাদেরকে রক্ষা করবে না আর আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতেরও সুরক্ষা করবে না; বরং আমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিনীত দোয়াসমূহ এবং পুণ্যকর্মের কারণে জগতকে রক্ষা করবেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৪ অক্টোবর, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১৪ ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাআউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহার তেলাওয়াতের পর হুযুর (আই) বলেন,আপনাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার বড় অনুগ্রহ, আহমদীয়া জামা'তের ওপর বড়ই অনুগ্রহ, এখানে আগমনকারী এবং এদেশে আগমনকারীদের ওপরও অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাদেরকে এই উন্নত দেশে আসার সৌভাগ্য দান করেছেন। বিগত কয়েক বছরে পাকিস্তান থেকে বহু আহমদী এখানে এসেছেন এবং এখনও আসছেন। যাদের পাকিস্তান থেকে হিজরত করার কারণ হলো সেখানে আহমদীদের (জন্য) পরিস্থিতি কঠোর হতে কঠোরতর হচ্ছে, আর এ কারণে সেখানে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এদিক থেকে আহমদীদের এসব সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যারা বহু নির্যাতিত আহমদীকে এখানে বসবাসের স্থান দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের ওপর করেছেন তা হলো- তিনি আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিককে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

অতএব এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তা কম হবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা হলো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদানকারী হই এবং তাঁর সৃষ্টজীবেরও অধিকার প্রদান করি। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি পূরণ করব। কেননা বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই সেই পথপ্রদর্শক, যিনি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন।

অতএব, এই কথাটি প্রত্যেক আহমদীর নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, প্র কৃত ইসলামী শিক্ষা এখন আমরা কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই পেতে পারি। কেননা তিনি (আ.)-ই সেই ব্যক্তি যাকে বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান দান করেছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও সুন্নত অনুযায়ী নিজ জামা'তের তরবিয়ত করতে চান। অতএব প্রকৃত মুসলমান হতে হলে এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর (আ.) নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়তে হবে, নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে, তাঁর (আ.) প্রত্যাদিষ্ট হবার বিষয়ে ঈমান ও বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে হবে, তাঁকে 'হাকাম' (ন্যায়বিচারক) এবং 'আদল' (ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী) হিসেবে মানতে হবে। এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, এখন তাঁর নির্দেশিত পথে চলেই মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যেমন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে তাঁর হাতে বয়আতকারীদের বলেন,"যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তার ঈমান থেকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কেবল ঈমান আনলেই চলবে না, বরং এতে পূর্ণ বিশ্বাসও সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং এ সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানও অর্জন করা উচিত যে, আমরা কেন বয়আত করছি? সে পরবর্তীতে সন্দেহে নিপতিত হবে- এমনটি যেন না হয়।" অর্থাৎ এরূপ যেন না হয় যে, হৃদয়ে কুধারণা সৃষ্টি হবেএটি কেন হলো, এরূপ কেন হলো; মনে যেন প্র শ্ন না জাগে। তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো! কুধারণা উপকারী হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন,

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (ইউনুস:৩৭) – নিশ্চয় অনুমান কখনোই সত্যের বিকল্প হতে পারে না। একীন (সুনিশ্চিত বিশ্বাস)–ই এমন বিষয় যা মানুষকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। বিশ্বাস ছাড়া কিছুই হয় না। মানুষ যদি প্রতিটি বিষয়ে কুধারণা করা আরম্ভ করে, তাহলে হয়ত পৃথিবীতে এক দণ্ডও চলতে পারবে না।" তিনি বলেন, "সে (এই শঙ্কায়) পানি পান করতে পারবে না যে কেউ এতে হয়ত বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকবে। বাজারের জিনিস খেতে পারবে না যে, এসবে হয়ত প্রাণনাশক কিছু থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য টিকে থাকা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? বেঁচে থাকাই তার জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এটি একটি স্থূল উদাহরণ। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও মানুষ এই নীতির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।" তিনি বলেন, "এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, আমার হাতে তোমরা যে বয়আত করেছ আর আমাকে মসীহ্ মওউদ এবং হাকাম ও আদল মান্য করেছ, এই মান্য করার পর আমার কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজে যদি তোমাদের মনে কোন পঙ্কিলতা বা দুঃখ অনুভূত হয়, তবে নিজের ঈমানের ব্যাপারে চিন্তা কর।

সেই ঈমান যা সংশয় ও সন্দেহপূর্ণ, তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কিন্তু যদি তোমরা আন্তরিকভাবে মেনে থাক যে, মসীহ্ মওউদ প্র কৃতপক্ষেই হাকাম (ন্যায়বিচারক), তাহলে তাঁর নির্দে শ ও কাজের সামনে অস্ত্র সমর্পণ কর এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ, যেন তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পবিত্র নির্দেশের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী পরিগণিত হও।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর সাক্ষ্য যথেষ্ট; তিনি (সা.) নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি (আ.) তোমাদের ইমাম হবেন। [অর্থাৎ আগমনকারী মসীহ্ মওউদ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবেন।] তিনি হাকাম ও আদল হবেন। যদি এই কথাতেও বিশ্বাস না জন্মে, তাহলে আর কখন হবে? এই রীতি কখনোই ভালো ও কল্যাণকার হতে পারে না যে, ঈমানও রাখবে, আবার মনের কোন কোণে কুধারণাও থাকবে। [বাহ্যিকভাবে একথা প্রকাশ করবে যে 'আমরা ঈমান এনেছি', কিন্তু এরপর কিছু কিছু বিষয়ে কুধারণাও সৃষ্টি হতে থাকবে।] তিনি বলেন, "যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং যারা আমার বিষয়ে আপত্তি করে, তারা আমাকে চিনতে পারে নি। কিন্তু যে আমাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও আপত্তি রাখে– সে আরো দুর্ভাগা, কারণ সে দেখার পরও অন্ধ হয়েছে।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩–৭৪)

অতএব, এটি হলো ঈমানের মানদণ্ড যেটিতে আমাদের সবার উপনীত হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই তাঁর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার সু সংবাদ প্রদান করেছিলেন।

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২০, পৃ: ৩০৬)

এবং কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–ই নন, বরং মহানবী (সা.)–ও মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের পর কেয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের ধারা অব্যাহত থাকার সংবাদ প্রদান করেছিলেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮৫, হাদীস–১৮৫৯৬)

আর আহমদীয়া খিলাফতই সেই ব্যবস্থাপনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর রীতিকেই চলমান রাখবে, সেই হাকাম ও আদালের সিদ্ধান্তসমূহকেই চলমান রাখার ব্যবস্থাপনা। নিজেদের (বয়আতের) অঙ্গীকারের সময় প্রত্যেক আহমদী খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করে থাকে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার রক্ষা করাও প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য–কর্তব্য, নতুবা তার বয়আত অসম্পূর্ণ। তাই এদিক থেকেও নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত।

পুনরায় জামা'তকে কুরআন শরীফ অভিনিবেশ সহকারে পড়ার এবং তা অনুধাবন করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আমি বারংবার এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে থাকি যে, খোদা তা'লা এই জামা'তকে প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কারণ এটি ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কোনো আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি হতে পারে না। আর আমি চাই, ব্যবহারিক সত্যের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য জগতের সামনে প্রকাশিত হোক, যেমনটি খোদা তা'লা একাজের জন্যই আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এজন্য কুরআন শরীফ অনেক বেশি বেশি পাঠ করো, কিন্তু নিছক গল্প–কাহিনী মনে করে নয়, বরং এক গভীর দর্শন জ্ঞান করে পাঠ করো।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

সুতরাং প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, এই জগতের কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন হয়ে গিয়ে পাছে তারা নিজেদের বয়আতের উদ্দেশ্যকে ভুলে যায় নি তো!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো বলেন, পবিত্র কুরআনে বিধৃত জ্ঞান, তত্ত্ব ও নির্দেশাবলী বুঝানো এবং এসবের পালন করারজন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, আর যারা আমার বয়আতভুক্ত (তারা) এর গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং পবিত্র কুরআনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বে অভিনিবেশ করুন। এর অর্থ ও তফসীর বুঝার চেষ্টা করুন। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার (তথা তাঁর রচনাবলী) পড়ার ও অনুধাবন করার চেষ্টা না করব, তাঁর রচিত বই–পুস্ত ক আমরা পড়ার ও অনুধাবন করার চেষ্টা না করব। তিনি (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন কোন কল্পকাহিনী বা রূপকথা নয়, বরং এক জীবন বিধান, কর্মপন্থা; যার অনুসরণ করা প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

যদি আমরা এখানে এসে, এসব দেশে এসে নিজেদের (জীবনের) এই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই এবং জাগতিক ব্যস্ততায় নিমগ্ন হয়ে যাই, নিজেদের ঘরের পরিবেশকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে সাজানোর চেষ্টা না করি, তাহলে আমাদের সন্তান–সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজিকে অস্বীকার করার নামান্তর হবে। অতএব, গভীর অভিনিবেশ ও চিন্তা–ভাবনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক আহমদী তিনি পুরনো হোন বা নতুন, এখানে জন্মগ্রহণকারী বা হিজরত করে আগমনকারী আহমদীই হোন না কেন– আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য এবং তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা, তাঁর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করা, অনুধাবন করা, এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তখনই আমরা বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে সক্ষম হব।

যারা হিজরতকারী তারা এখানে এসে জাগতিক বিরোধিতা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি ধর্মের পথে পরিচালিত এবং পবিত্র কুরআন অনুধাবনকারী না হন তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না। অনুরূপভাবে যারা নবাগত আহমদী অথবা এখানে বসবাসকারী পুরনো আহমদী, তারাও স্মরণ রাখুন; শুধুমাত্র বয়আত করলেই লক্ষ্য পূরণ হয় না। লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে যখন আমরা নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষার ধারক–বাহক হিসেবে গড়বো। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্ তা'লার গ্রন্থ পড়ব ও অনুধাবন করব।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি সত্য সত্যই বলছি, এটি একটি উৎসব যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে–ই বরকতমণ্ডিত যে এথেকে উপকৃত হয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছ, এ বিষয়ে কখনো অহংকার করো না যে, যা কিছু তোমাদের পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গিয়েছ। একথা সত্য যে, তোমরা ঐসব অস্বীকারকারীর চেয়ে সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী যারা নিজেদের চরম অস্বীকার ও অবমাননার মাধ্যমে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করেছে; আর একথাও সত্য যে, তোমরা সুধারণা পোষণ করে খোদা তা'লার ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চিন্তা করেছ। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে, তোমরা এই প্রস্রবণের নিকটে এসে পৌঁছেছ যা এখন আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে পানি পান করা এখনো বাকি আছে।

অতএব, খোদা তা'লার দয়া ও অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে সামর্থ্য যাচনা করো যেন তিনি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেন, কেননা খোদা তা'লাকে বাদ দিয়ে কিছুই সম্ভব নয়; খোদা তা'লার কৃপা না হলে কিছুই হতে পারে না। এজন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার আশিস কামনা করো। তিনি (আ.) বলেছেন, আমি নিশ্চিতরূপে জানি, যে এ প্রস্রবণ থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না। কেননা এ পানি প্রাণদায়ী এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, আর শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখে। এ প্রস্রবণ থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় কী? উপায় হলো খোদা তা'লা যে দু'টি দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন তা পালন করো এবং যথাযথভাবে পালন করো। এর মধ্যে একটি আল্লাহ্র অধিকার ও অপরটি সৃষ্টিকূলের। আপন প্রভুকে এক–অদ্বিতীয় জ্ঞান করো যেভাবে তোমরা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যেরমাধ্যমে স্বীকারোক্তি প্রদান করো; অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য, উদ্দিষ্ট ও অনুসরণযোগ্য নেই। এটি এমন একটি প্রিয় বাক্য যে, এটি যদি ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অন্যান্য মুশরিক–প্রতিমাপূজারীদের শেখানো হতো আর তারা যদি এর মর্ম অনুধাবন করতো, তাহলে কখনো ধ্বংস হতো না। এই একটি কলেমা না থাকার কারণে তাদের ওপর ধ্বংস ও বিপদ নেমেএসেছে এবং তাদের আত্মা কুষ্ঠকবলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৪–১৮৫)

অতএব, দেখুন! কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আশ্বস্ত করেছেন এবং নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তোমরা যে প্রস্রবণের নিকটে পৌঁছেছ, বয়আত করে যে কথার অঙ্গীকার করেছ, তা থেকে (পানি) পান করলে, কল্যাণ লাভের চেষ্টা করলে, কেবল কথার মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে তা অনুসরণ করলে পরেই তোমাদের এই নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে যে, আধ্যাত্মিকভাবে কখনো তোমরা ধ্বংস হবে না। কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–ই পবিত্র কুরআনের বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে প্রতিষ্ঠিত বা কার্য কর করার উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, অতএব এ বিষয়টি (ভালোভাবে) অনুধাবন করো যে, কেবল বয়আত করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা কর্ম বা আমল দেখতে চান। আর যে কর্ম বা আমল করে, সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি থেকে বঞ্চিত থাকে না, কখনো ধ্বংস হয় না। আর এই ব্যবহারিক অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে যখন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র কলেমা তোমাদের ভেতর ও

বাইরের ধ্বনিতে পরিণত হবে, যখন কেউই আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে অধিক প্রি য় হবে না, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা থাকবে না, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য থাকবে। এখন প্রত্যেকে এবিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে যে, আমরা যখন কলেমা পাঠ করি তখন কি সত্যিই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিকট সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় থাকে, (কেবল) তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই কি আমাদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে? আমরা সত্যিই কি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য করছি?

নামাযের সময় হবার সাথে সাথে যদি আমাদের মনোযোগ নামায পড়ার প্রতি নিবদ্ধ না হয়, আমরা যদি নিজেদের জাগতিক কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার আহ্বানে ত্বরিৎ সাড়া দিয়ে নামাযের জন্য উপস্থিত না হই, তাহলে মুখে কলেমা পড়লেও একটি গুপ্ত শির্ক আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করে। আমাদের জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য খোদা তা'লার বিপরীতে দণ্ডায়মান। একজন মু'মিন এই দৃঢ়বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং থাকা উচিত যে, আমার ব্যবসায় বরকত, আমার কাজে উন্নতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলে সৃষ্টি হয় এবং হবে। তাই এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমার জাগতিক কাজকর্ম আল্লাহ্ তা'লার কথার বিপরীতে দণ্ডায়মান হবে? যদি এমনটি হয় তাহলে আমরা কলেমার প্রকৃত মর্মই উপলব্ধি করি নি। আমরা মৌখিক স্বীকারোক্তি দিচ্ছি বটে কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক কর্ম আমাদের স্বীকারোক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা ঝরনাধারার নিকটে এসে গেছি ঠিকই, কিন্তু পানি পান করার জন্য হাত বাড়াচ্ছি না। অতএব, তিনি (আ.) বলেন, অবস্থা যদি এমন হয় তবে বয়আতের অঙ্গীকার পালন হয় নি।

এই কলেমা শাহাদত কেবল এ উপদেশই প্রদান করে না এবং এ বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে; বরং আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রাপ্য প্রদানের উপদেশ দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন; সেটি পালন করার প্রতিও তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ এই দু'টি অধিকার প্রদান করলেই সত্যিকার মু'মিন হয় এবং তখনই একজন প্রকৃত আহমদী মুসলমান বয়আতের দায়িত্ব বা অঙ্গীকার পালন করে।

এরপর তিনি (আ.) তাঁর হাতে বয়আতকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা যদি জগৎপূজারীদের মতো থাকো তাহলে আমার হাতে তওবা করে কোনো লাভ নেই। আমার হাতে তওবা করা এক মৃত্যুকে চায় যেন তোমরা নতুন করে জন্মলাভ করো। অর্থাৎ বয়আতের পর তোমাদের একটি নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হওয়া উচিত। যদি সেই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ না হয় আর একই বস্তুবাদী জীবনের কামনা-বাসনা ও চাওয়া-পাওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এমন বয়আত কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। বয়আত আন্তরিক না হলে এর কোনো সুফল আসবে না।

আমার (হাতে) বয়আতের মাধ্যমে খোদা তা'লা হৃদয়ের অঙ্গীকার দেখতে চান। অতএব, যে পুরো নিষ্ঠার সাথে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ হতেসত্যিকার অর্থেই তওবা করে গফুরুর রহীম খোদা তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন আর সে (সদ্য) মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত হয়ে যায়, তখন ফিরিশ্তারা তার সুরক্ষা করে।"

সে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, "কোন গ্রামে যদি একজন পুণ্যবান ব্যক্তিও থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যবানের বদৌলতে এবং কল্যাণে সেই পুরো গ্রামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। যখন ধ্বংসযজ্ঞ আসে তখন তা সবার ওপর আপতিত হয়, তা সত্ত্বেও তিনি নিজ বান্দাদেরকে কোনো না কোনো উপায়ে রক্ষা করেন। এটিই আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত যে, যদি একজনও পুণ্যবান থাকে তাহলে তার জন্য অন্যদেরও রক্ষা করা হয়।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬২)

অতএব এই মূলনীতি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের দোয়া শোনেন এবং তাদের পুণ্যকর্মসমূহ কবুল করেন। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত, আমাদের ইবাদতসমূহ যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয়। আমাদের কাজকর্ম যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয়।

বর্তমানে জগতে বিরাজমান অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভয়াবহ ধ্বংসের মেঘমালা আমাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গতকালই এ বিবৃতি দিয়েছে যে, যদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে এর জবাবে অন্য দিক থেকেও প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে, আর এর ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দেবে তা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসে পরিণত করবে। অতএব এদেশে বসবাসকারীরা যেন একথা মনে না করেন, অর্থাৎ যারা হিজরত করে এসেছেন তারা যেন মনে না করেন যে, আমরা এখানে নিরাপদ। কেউ কোনো স্থানেনিরাপদ নয়। এসব বড় বড় শক্তিধর দেশগুলোর নেতাদের যখন মাথা বিগড়ে যায় তখন তারা কোনো কিছুর প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করে না। অতএব এমতাবস্থায় আহমদীদের দায়িত্ব হলো, দোয়ার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া এবং নিজেদের ইবাদতসমূহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত করা। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "পুণ্যবান বান্দাদের জন্য, নিজ নিষ্ঠাবান বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও রক্ষা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণী তথা কুরআন থেকে আমরা এটিই জানতে পারি। অতএব কারো এই অলীক ধারণা লালন করা উচিত নয় যে, আমরা এখানে এসে নিরাপদ হয়ে গেছি, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়ে গেছে। না,বরং অতি ভয়ানক যুগ আমরা পার করছি। এমন অবস্থায় কেউ যদি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে তবে তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার সত্তা। তাই নিজেও তাঁর সম্মুখে বিনত হোন, নিজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাঁর সম্মুখে বিনত করুন যেন তারা নিজেদের সুরক্ষা করতে পারে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে পারে।

এ জগৎ আমাদেরকে রক্ষা করবে না আর আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতেরও সুরক্ষা করবে না; বরং আমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিনীত দোয়াসমূহ এবং পুণ্যকর্মের কারণে জগতকে রক্ষা করবেন।

তাই পৃথিবীর অবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বেই উক্ত প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি দোয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "পুণ্য সেটিই যা সময়ের পূর্বে করা হয়। পরবর্তী তে কিছু করলেও কোনো লাভ নেই।কেবল প্রকৃতির সহজাত তাড়নায় যে পুণ্যকর্ম করা হয়, খোদা তা গ্রহণ করেন না। নৌকা ডুবলে সবাই কান্নাকাটি করে। [যখন নৌকা ডুবতে থাকে তখন সবাই আহাজারি করে, এর পূর্বে হৈ-হুল্লোড় করা হয়। কিন্তু কান্নাকাটি আর আহাজারি করা যেহেতু প্রকৃতির সহজাত দাবি তাই সেসময় এটি করা লাভজনক হয় না।] কিন্তু এর পূর্বে যদি (কান্নাকাটি) করা হয়ে থাকে তবে তা লাভজনক হয়; অর্থাৎ যখন শান্তি বিরাজ করে তখন।

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, খোদালাভের এটিই রহস্য।যে (বিপদের) পূর্বে সতর্ক এবং সজাগ হয়ে যায়, এতটা সজাগ হয় যেন তার ওপর বজ্রপাত হতে চলেছে, তাহলে তার ওপর আদৌ বাজ পড়ে না। [যদি সে সজাগ হয়ে যায় আর ভাবে যে, বজ্র পাত হতে চলেছে- তাহলে বাজ পড়ে না, তা সে যতই বজ্রধ্বনি হোক না কেন।] কিন্তু যে বিদ্যুৎ চমক দেখে চিৎকার করে, তার ওপর বজ্রপাত হবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে, কেননা সে বজ্রপাতকে ভয় পায়, আল্লাহ্কে নয়।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

অতএব খুব স্পষ্টভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, যদি খোদা তা'লার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে এখনই করো। এখন তো বিপদের মেঘ সামান্য কিছু উঁকিঝুঁকি মারছে, অথবা কমপক্ষে এমন যে ইচ্ছা থাকলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব; কিন্তু যে কোনো সময় এটি ছড়িয়ে পড়তে পারে।অতএব, বর্তমানে আহমদীদের ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং দোয়া জগতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

হৃদয়ে জগদ্বাসীর প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি করে দোয়া করুন। জগদ্বাসীকে নিজ নিজ গণ্ডিতে বুঝান, তারা যদি আল্লাহ্র প্রাপ্য ও মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী না হয় তাহলে এই সুন্দর পৃথিবী বিরান ভূমিতে পরিণত হতে পারে। অতএব এ চিন্তাটি মাথায় রেখে প্রত্যেক আহমদী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত ব্য পালনের চেষ্টা করুন।

দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখ! কিছুটা পরিশ্রম করে জমি প্রস্তুত করার পর তোমরা লাভের আশা করো । অনুরূপভাবে শান্তি পূর্ণ দিনগুলো হলো পরিশ্রম করার দিন। এখন যদি খোদাকে স্মরণ করো তাহলে এর স্বাদ পাবে। অবশ্যজাগতিক কাজের বিপরীতে বিভিন্ন নামাযে উপস্থিত হওয়া কঠিন কাজ মনে হয়। তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, দেখ! অনেক সময় জাগতিক কাজের তুলনায় নামাযে উপস্থিত হওয়া অনেক কষ্টকর মনে হয়, আর তাহাজ্জুদে ওঠা তো আরো কঠিন! তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু এখন যদি নিজেকে এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করে নাও তাহলে কোনো কষ্ট থাকবে না। তোমরা দোয়া করলে সেই অসীম দয়াময় ও করুণাময় খোদা অনুগ্রহ করবেন। দেখ! তোমরা এখন কাজ করো, অর্থাৎ জাগতিক কাজ তোমরা করো, তোমাদের প্রাণ ও পরিবার-পরিজনের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাদের বিভিন্ন চাহিদা (পূরণের) চিন্তা করো এবং ছেলেমেয়েদের প্র তি স্নেহ প্রদর্শন করো, যেভাবে এখন তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করো; [অর্থাৎ জাগতিকভাবে তোমরা স্নেহ প্রদর্শন করে থাক।]এছাড়া আরো একটি পথও রয়েছে আর সেটি হলো- বিভিন্ন নামাযে তাদের জন্য অনেক দোয়া করো। রুকুতেও দোয়া করো আর সিজদাতেও দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা এই বিপদ দূর করে দেন এবং শান্তি থেকে রক্ষা করেন।

যে দোয়া করে সে বঞ্চিত থাকে না।

দোয়াকারী নোংরা উদাসীনের ন্যায় মৃত্যুর কবলে পতিত হবে- এটি কখনো সম্ভব নয়। এমনটি না হলে খোদাকে কখনো চেনাই যাবে না। তিনি তাঁর সত্যবাদী বান্দা এবং অন্যদের মধ্যে পার্থ ক্য করেন। একজন ধৃত হয় কিন্তু অন্যজনকে রক্ষা করা হয়। মোটকথা, এমনই করো যেন তোমাদের মাঝে পূর্ণরূপে সত্যিকার নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়ে যায়।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

যদিও এসব কথা তিনি সেযুগে বলেছিলেন যখন প্লেগের মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু বর্তমানেও বিশ্বময় ধ্বংসের যে লক্ষণাবলী পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটির

জন্য আবশ্যক হলো, যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিশেষভাবে বিনত হওয়া। এটিই নিজেকে বাঁচানোর এবং জগদ্বাসীকে রক্ষা করার একমাত্র পথ।

এরপর জামা'তকে তিনি (আ.) উন্নত নৈতিক চরিত্র (গঠনের জন্য)-ও বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করাও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলোর একটি। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, চরিত্রের সংশোধন অনেক কঠিন কাজ। মানুষ যদি আত্মবিশ্লেষণে লেগে না থাকে তবে সংশোধন সম্ভব নয়; যদি আত্মবিশ্লেষণে লেগে না থাক, তোমরা সারাদিন যেসব কথা বলে থাক, যেভাবে দিনাতিপাত করো- তা যদি খতিয়ে না দেখ,ভালো কী করেছ আর মন্দ কী করেছ এবং পুণ্যের কী করেছ আর কী পাপ করেছ? অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না আত্মবিশ্লেষণ করা হবে।" তিনি (আ.) বলেন, "কথার অভদ্রতা শত্রুতা সৃষ্টি করে। এজন্য সবসময় নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা উচিত।"

তিনি বলেন, "দেখ! কোনো ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করতে পারে না যাকে সে তার হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে। অতএব সেই ব্যক্তি কতটা নির্বোধ যে নিজ সত্তার ওপরও দয়া করে না আর নিজ জীবনকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, যখন সে নিজের শক্তিনিচয়ের উত্তম ব্যবহার করে না এবং চারিত্রিক শক্তিবৃত্তির সঠিক পরিচর্যা করে না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, যেসব শক্তি ও যোগ্যতা মানুষের মাঝে নিহিত রয়েছে, (আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছেন,) সেগুলোর এমন পরিচর্যা হওয়া উচিত এবং সেগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেন মানুষের প্রত্যেক কর্মে উন্নত নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। ছোটোখাটো বিষয়ে যদি অভদ্রতা প্রদর্শন করো তাহলে নিজের জীবনকে নিজেই সমস্যায় নিপতিত করবে।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত, ইসলাম ব্য ক্তিগত বিষয়াদিতে যেখানে ধৈর্য, সংযম, সহনশীলতা ও উন্নত নৈতিকতার বহিঃপ্র কাশ এবং ঝগড়াবিবাদ থেকে বিরত থাকার জোরালো তাগিদ করে, সেখানে আইনের গণ্ডিতে থেকে ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শনের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, "সেই ব্যক্তি যে মহান ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে গেছে এবং সে গালমন্দ করে আর ভয়ংকর শত্রুতা রাখে- তার বিষয়টি ভিন্ন। যেভাবে সাহাবীরা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারা তাদের কতিপয় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা শুনেছেন, তখন তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বে ও, অর্থাৎ নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে।"

তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি যে ইসলামের কঠিন শত্রু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি দেয়, সে বিরাগভাজন হওয়ার এবং ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কর্মে অলস হয়ে থাকে তাহলে সে এমন যার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, আর তার সাথে যে সম্পর্ক মানুষ রাখে তাতে যেন ছেদ না আসে।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

সে যদি বিরোধিতা না করে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক রাখ এবং সুসম্পর্ক রাখ। কিন্তু যে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে, ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-কে গালি দিচ্ছে আর বুঝানো সত্ত্বেও বিরত হচ্ছে না- সেখানে ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করতে হবে। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিষয়েও প্রত্যেক আহমদীর আত্মাভিমান প্রদর্শন করা উচিত।

বোঝানো সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরা ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত হয় না- তাদের দিকে আমরা বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারি না, আর কোনো আহমদীর আত্মাভিমান তা সমর্থনও করে না।

আপনাদের অনেকেই এখানে পাকিস্তান থেকে এসেছেন যাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, নামসর্বস্ব মোল্লারা সেখানে কী রকম নোংরা ভাষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমাদেরকে যদি তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে বলা হয় অথবা যদি বলা হয় যে, তাদের অনিষ্ট তাদের ওপরই নিপতিত হওয়ার জন্য দোয়া করো না- তাহলে আমাদের আত্মাভিমান তা মানতে পারে না। এখানেও সেই নীতিই অনুসৃত হবে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। তবে এমন লোকের বিরুদ্ধেও আমরা আইন হাতে তুলে নিই না। কেননা এটিও ইসলামী শিক্ষার অংশ যে, কোনো অবস্থাতেই আইন হাতে তুলে নেবে না। আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা বয়আতের পর একজন আহমদীর মাঝে থাকা উচিত সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোল।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

এর শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তে ততদিন সতেজতা সৃষ্টি হবে না বা উন্নতি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরস্পরের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। যাকে পূর্ণ শক্তি দেওয়া হয়েছে সে যেন দুর্বলকে ভালোবাসে। অর্থাৎ যে যোগ্যতা ও শক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে দুর্বলদের ভালোবাস, আর ঘৃণা অথবা বিরাগের বহিঃপ্রকাশ করো না। তিনি (আ.) বলেন, যখন আমি শুনি, কেউ কারো ভুলত্রুটি দেখলে তার সাথে ভালভাবে কথাও বলে না, বরং ঘৃণা ও অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়- এই রীতি সঠিক নয়। জামা'ত তখন হয় যখন পরস্পরের দোষত্রুটি গোপন করা হয় এবং পরস্পরের সাথে আপন ভাইয়ের মতো আচরণ করা হয়। তিনি (আ.) অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেছেন, জামা'তের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকবে- এটি সঠিক পন্থা নয়। সাহাবীরাও পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা কে রেন আর এভাবে একটি জামা'তের রূপ নিয়েছেন। তিনি (আ.) তাঁর জামা'তের সদস্যদের কাছ থেকেও এটিই প্রত্যাশা করেন যে, তারাও যেন নিজেদের মাঝে সাহাবীদের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন আরতেমনই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন তিনি এখানে সৃষ্টি করবেন, অর্থাৎ যেভাবে সাহাবীদের জামা'ত ছিল(সেভাবে)। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার অনেক আশা রয়েছে। দেখ! একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, মনে কষ্ট দেওয়া, কঠোর ভাষা ব্যবহার করে অন্যের মনে আঘাত দেয়া এবং দুর্বল ও অসহায়দের তুচ্ছ জ্ঞান করা চরম পাপ। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৮-৩৪৯)

অতএব, অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এমনটি হলে পরেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণস্থল হতে পারবো, তখনই আমরা সেসব পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারবো যেসব পুরস্কারের প্র তিশ্রুতি জামা'তের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছেন; তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজী অর্জনে সক্ষম হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ভারতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি ও গোত্র এ জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন তো আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রু তি অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণ ও বংশের লোকদেরকে এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন এবং করছেন। এটি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণ ও বংশের লোকদের প্র তি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের জামাতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আর এভাবে সবাইকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করেছেন। তিনি (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই; যদিও তোমাদের পিতা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু চূড়ান্ত বিষয় হলোতোমাদের আধ্যাত্মিক পিতা একজনই আর তারা সবাই একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৯)

অতএব এটি দেখবেন না যে, আমরা কোন্ জাতির সাথে সম্পর্ক রাখি; আমরা কি শ্বেতাঙ্গ, আফ্রো-আমেরিকান নাকি পাকিস্তানি বা ভারতীয় নাকি স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত? আমরা সবাই আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক আধ্যাত্মিক পিতার সন্তানে পরিণত হয়েছি। একে অন্যের ওপর বংশ, জাতি ও বর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কেননা আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা একজনই। এ ঘোষণাই মহানবী (সা.) তাঁর বিদায়ী ভাষণে প্রদান করেছিলেন। সুতরাং, আমরা যদি এ বিষয়টিকে উপলব্ধিকরে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যত্নবান হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উন্নতিতে ভূষিত করতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা একটি আদর্শ বা নমুনা বানাতে চান।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯)

তাই ভেবে দেখা প্রয়োজন, বস্তুনিষ্ঠ কোন কর্ম ছাড়া কেবল ভাসাভাসা বিষয় দিয়ে কি মানুষ আদর্শ হতে পারে? নমুনা হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করতে হয়; কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আর আমাদেরও তা করতে হবে। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে, নিজেদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উন্নত মান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, আমরা আসলে আদর্শ হচ্ছি কি না?

আমাদের এসব মান অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে সবাই ভীত থাক, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি হৃদয়ে সৃষ্টি করো এবং স্মরণ রেখো, সবাই আল্লাহ্রই বান্দা। কারো প্রতি অন্যায় করো না, উত্তেজিত হয়ো না আর কাউকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেও দেখো না। জামা'তে যদি একজন সদস্য নোংরা হয়ে থাকে তাহলে সে সবাইকে নোংরা বানিয়ে দেয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯)

তিনি বলেন, "উন্নত মূল্যবোধ ও উত্তম চরিত্র তখনই গঠন হয় যখন হৃদয়ে তাকওয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.)

বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষত একারণেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাঁর হাতে বয়আত করেছে যার প্র ত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি রয়েছে, যেন তারা ইতোপূর্বে যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শিরকে লিপ্ত ছিল বা যে জাগতিকতায় নিমজ্জিত ছিল- সেসব বিপদাপদ তথা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জামাতের উচিত, এই উৎকণ্ঠাকে পার্থিব সকল উৎকণ্ঠা থেকে অধিক গুরুত্বের সাথে হৃদয়ে স্থান দেয়া; [মানুষের অনেক জাগতিক দুশ্চিন্তা থাকে,কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, না, যেই উৎকণ্ঠা সবচেয়ে বেশি তাদের হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত সেই উৎকণ্ঠা কী?] সেটি হলো, তাদের মাঝে তাকওয়া রয়েছে কিনা?"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫)

অতএব, আমাদের যদি বয়আতের কর্তব্য পালন করতে হয়, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজীর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়, তাহলে সর্বদা আমাদের নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারি, ধর্ম কে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী হতে পারি। খোদাভীতি যেন আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, আর আমরা যেন সত্যিকার অর্থে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর অধিকার প্রদানকারী সাব্যস্ত হই। আমরা যেন আখারীনদের সেই জামা'তভুক্ত হতে পারি যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন আসার সময় আমীর সাহেব আমাকে বলেন, আজ থেকে ২৮ বছর পূর্বে আজকের দিনেই অর্থাৎ, ১৪ অক্টোবর এই মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং এটি উন্মুক্ত করা হয়েছিল।এই মসজিদের আজ ২৮ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

অত্র অঞ্চলের অধিবাসী নতুন-পুরাতন সকল আহমদী আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, এই ২৮ বছরে তারা কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেছেন। এই মসজিদের অধিকার প্রদানের কতটুকু চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও বহু দশক এবং বহু শতাব্দী এই মসজিদে আসার তৌফিক দান করুন আর এটি সব ধরনের জাগতিক দুর্যোগথেকে সুরক্ষিত থাকুক। কিন্ত এর প্রকৃত প্রাপ্য তখনই প্রদান করা হবে, যখন আমরা মসজিদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করে এগুলোকে আবাদ রাখার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

১ম পাতার শেষাংশ...

****

করীম (সা.) এই আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন আর দীর্ঘকাল আহলে কিতাবদের অন্যায় অত্যাচার সহন করতে থাকেন এবং অবশেষে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হন।

কুরআন করীমের কি অসাধারণ নৈতিক সৌন্দর্য দেখুন! জিহাদের আদেশ দেওয়ার পূর্বে এর সীমা ও বিধিনিষেধ বর্ণনা করা শুরু করে দিয়েছে যাতে অন্যায় করার সম্ভাবনাই অবশিষ্ট না থাকে।

'ইকাব' শব্দে এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবৈধ আক্রমণের জবাবকেই জিহাদ বলা হয়। পশুসুলভ আক্রমণকে জিহাদ বলা হয় না, কেননা ইকাব শব্দ সেই কর্মের সম্পর্কে বলা হয় যা কোনও কিছুর প্রত্যুত্তরে করা হয়ে থাকে। তাই এই শব্দে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শাস্তি দিতে হলে অপরাধের পরে দাও।

বি মিসলে মা উকিবতুম শব্দগুচ্ছ দ্বারা এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শাস্তি দিতে হলে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখো যে, তোমাদেরকে যতটা কষ্ট দেওয়া হয়েছে, শাস্তি তার থেকে বেশি যেন না হয়।

লাইন সাবারতুম-শব্দে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে পরিণামের দিক থেকে ধৈর্য হল উচ্চমার্গের গুণ।

ওহদের যুদ্ধের কুফফাররা হযরত হামযা (আঁ হযরত (সা.)-এর চাচা)] এবং ওহদের শহীদদের মৃতদেহগুলিকে বিকৃত করেছিল, তাদের কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গ কেটে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) ধৈর্য ধারণ করেন, সুযোগ পেয়েও এই জঘন্য প্রথার অনুমতি দেন নি।

অনেক সময় কুফফারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) ধৈর্য রেখেছেন। ধৈর্যের পরিণাম উত্তম হয়। প্রতিশোধ নিয়ে কেবল মানুষের ক্রোধ দূর হয় মাত্র। কিন্তু ধৈর্য ধরলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ:২৭৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

আরম্ভ হয় যার মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় আলেকজান্ডার ডুই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি বর্ণনা করা হয়। গোটা আফ্রিকায় সংবাদ প্রতিবেদন আকারে টিভি, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। উগান্ডার ৫টি চ্যানেল এবং ঘানা, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও রুয়ান্ডার টিভি চ্যানেলে এই সংবাদটি প্রতিবেদনআকারে প্রচারিত হয়।

সিয়েরা লিওনের আমীর সাহেব লিখেন, তার ২০ বছর পুরোনো এক বন্ধু ছিলেন যিনি এ বছর যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সময় বয়আত করেছিলেন। যায়নের অনুষ্ঠান দেখার পর তিনি বলেন, যেদিন আমি বয়আত করি সে রাতে আমার ভীষণ অনুতাপ হয় যে, বয়আত নিতে আমার এত দেরি কেন হলো? অথচ সত্য কথা হলো, আমি যেদিন যায়নের মসজিদের (উদ্বোধনী) অনুষ্ঠান দেখি তখন আমি নিজেকে বলি, আমীর সাহেব যদি আমাকে আলেকজান্ডার ডুইয়ের ঘটনা পূর্বেই শোনাতেন তাহলে হয়তো আমি ২০ বছর পূর্বেই বয়আত করে নিতাম।

আমি কখনোই কোনো ধর্মীয় ঘটনা থেকে এতটা প্রভাবিত হই নি যতটা যায়নের ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে হয়েছি। আমি এই যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ প্রত্যক্ষ করেছি আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এই ঘটনাটি আমাদের যুগে পশ্চিমা মিডিয়ার যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণের অধীনে ঘটেছে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এমনভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যেন তিনি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন যেখান থেকে খোদা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার মতে যখনই আমরা অ -আহমদীদের সাথে তবলীগ করি আমাদের উচিত অবশ্যই যায়নের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা। কেননা এটি অনেক প্রভাববিস্তারী ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রমাণ। আমি যেদিন বয়আত করি সে রাতেই আমার মনে হয়েছিল, সম্ভবত আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু যায়নের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এবং এবিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ২০ বছর যাবৎ সত্যের অনুসন্ধান বিফলে যায় নি। আমি নিশ্চিত যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া সেখানে অপরাপর যেসব কার্যক্রম ছিল তার মধ্যে (শেষাংশ ৭এর পাতায়) ওয়াশিংটনের মেরিল্যান্ডের মসজিদে ঘানা ও সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্র দূতদের সাথে তাদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে কথা হয়েছে। তাদের সাথে খুব ভালো মিটিং হয়েছে। এছাড়া নও-মোবাঈনদের সাথেও মিটিং হয়েছে। ৪৫জনের মত নও-মোবাঈন সেখানে এসেছিল। পুরোনো আমেরিকান আহমদীদের খুঁজে বের করার কথা আমি তাদেরকে বলেছিলাম। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তারা খুঁজে বের করেছেন। নতুন বয়আতকারীদের সেখানে বিরোধিতাও হয়েছে, কিন্তু তারা অবিচল ছিলেন।

একজন নও-মোবাঈ বলেন, তার পরিবার (অর্থাৎ তার স্ত্রী) জানার পর প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। এরপর সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। এছাড়া বাংলাদেশের একজন আহমদী বলেন, আমাকে মুরব্বী সাহেব অনেক সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে বুঝিয়েছেন এবং এখন আমি বুঝতে পেরেছি। আর তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে অন্যান্য নও-মোবাঈনদের বলেন, এখন আমি ইসলাম আহমদীয়াতকে বুঝতে পেরেছি আর তোমাদেরকেও বলছি, সঠিক ইসলাম এটিই, তাই তোমরা কখনো এটিকে পরিত্যাগ করো না। আমেরিকার ক্রিস্টোফার নামক একজন নবাগত আহমদী যিনি খ্রিস্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছেন তিনি বয়আতের জন্য আবেদন করেছিলেন আর বয়আতও হয়ে যায় । বয়আতের ফলে সেখানকার পুরোনো ও নতুন লোকদের ওপর ভালো প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক নতুন মানুষও সেখানে এসেছে শরণার্থী হয়ে; যদিও তারা পাকিস্তানি, তারাও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং অনেক আবেগঘন পরিবেশ সেই কারণে সৃষ্টি হয়।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপায় সামগ্রিকভাবে এই সফরকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আগামীতেও সর্বদা এমনভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

১২৭তম বার্ষিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

এই সফর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুন্দরভাবে ও সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

আল্লাহ্ করুন, আমেরিকা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই পরিবর্তন যেন অস্থায়ী না হয়ে স্থায়ী হয়। (আমার) আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা হলো, এই মসজিদ যেন আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে এক সেতুবন্ধন হয়।

(জায়ন শহরের মেয়র)

এই মসজিদ বিদ্বেষভাবাপন্ন লোকদের বিপরীতে মু'মিনদের দোয়ার বিজয়ের প্রতীক।

আমার আন্তরিক বাসনা– এই মসজিদ কেবল এই শহরের জন্যই নয়, বরং চতুষ্পার্শ্বের (লোকদের) জন্যও আশার আলো হোক।

(ইলিয়নস জেনারেল এসেম্বলীর সদস্য জুইস মেসন)

জামাতের ইমামের এই বাণী যে, সমাজে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির কোনো স্থান নেই– খুবই চমৎকার বাণী ছিল। তাঁকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনা এক অনন্য ও অতুলনীয় অনুভূতি। আমি অনেক উপভোগ করেছি। আমার কাছে জামাতের ইমামের এই কথা অনেক ভালো লেগেছে যে, আমাদের কাছে যে অস্ত্র আছে তা হলো দোয়ার অস্ত্র। (জনৈক অতিথি)

(আপনাদের মসজিদ আমাদের কমিউনিটির জন্য আশা ও মৈত্রীর একটি মাধ্যম (অতিথি)

জামাতের ইমাতের বক্তব্যের প্রধান অক্ষ ছিল ঐক্য ও সংহতি। (ডক্টর জেসি রডরিগস)

জামাতের নেতা, আহমদীয়া জামাতের ইমাম দু'টি অনন্য বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নিবেদিত। এরমধ্যে একটি হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অপরটি হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও আলোচনা।

জামাতের ইমামের এই বাণী যে, সমাজে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির কোনো স্থান নেই– খুবই চমৎকার বাণী ছিল। তাঁকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনা এক অনন্য ও অতুলনীয় অনুভূতি। আমি অনেক উপভোগ করেছি। আমার কাছে জামাতের ইমামের এই কথা অনেক ভালো লেগেছে যে, আমাদের কাছে যে অস্ত্র আছে তা হলো দোয়ার অস্ত্র।

এখানকার যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভাল লেখেছে তা ছিল জামাতের ইমামের বক্তব্য; কীভাবে ধর্মীয় মতপার্থক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত।

ব্যক্তিগতভাবে এই জামাত নিয়ে আমি একদম ভীত নই, আর অন্যদেরও ভীত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না; কেননা এই জামাত তো অনেক বেশি ভালোবাসা প্রদানকারী, অন্যের আবেগ–অনুভূতির মূল্যায়নকারী এবং সর্বদা সৃষ্টির সেবাকারী জামাত।

এখানে যেভাবে প্রজ্ঞার সাথে শান্তি, ঐক্য এবং ন্যায়বিচারের কথা বলা হচ্ছে আমি তার জন্য সাধুবাদ জানাই। (জনৈক পাদ্রী)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ অক্টোবর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (২১ ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আপনারা জানেন, সম্প্রতি আমি আমেরিকার কয়েকটি জামাতের সফরে ছিলাম। এমটিএ এবং জামাতের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এসব খবর (এখানেও) পৌঁছাচ্ছিল। এই সফর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুন্দরভাবে ও সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যিক চ্যানেলও এর যথেষ্ট কভারেজ দিয়েছে।

সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে।

আপন–পর সবার ওপরই এই সফরের গভীর পুণ্যপ্রভাব পড়েছে। একজন খাদেম তার বন্ধুকে বলেছে, আমার মাথায় জামাত এবং খিলাফত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন দানা বাঁধছিল;কিছু দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছিল যা এই সফরের কল্যাণে পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে। এমন অনেক ইতিবাচক আবেগ–অনুভূতি রয়েছে। এছাড়া শিশু–কিশোর, নারী–পুরুষদের (আমার) সাথে সাক্ষাতের পরেযে আবেগঘন অনুভূতি প্রকাশ পেতো তার তালিকাও বেশ দীর্ঘ; আপনারা বিভিন্ন রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে তা পড়ে থাকবেন। যায়ন, ডালাস এবং মেরিল্যান্ডের বায়তুর রহমান (মসজিদে)ও নামাযে নারী, পুরুষ ও শিশু–কিশোরদের যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিতি হতো। তারা আমার যাতায়াতের সময় যেভাবে নিজেদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো (তাতে) সুস্পষ্ট দেখা যেত যে, তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্র তি ভালোবাসা, (গভীর) সম্পর্ক, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা রয়েছে।শিক্ষিত লোকজন, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, জাগতিকভাবে ব্যস্ত লোকেরাও নামাযের জন্য কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন মসজিদে জায়গা পান। এমন নয় যে, বেকার মানুষ তাই এসে গেছে। তাদের মাঝে এই পরিবর্তন একথার প্রমাণ বহন করে অথবা এই আচরণ এ কথার বহিঃপ্রকাশ যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ধর্ম এবং জামাতের প্রতি তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা রয়েছে;তাদের খিলাফতের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক আছে। এগারো–বারো বছরের বালকরা পাঁচ–ছয় ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকত, কেননা চেকিং এবং করোনা টেস্টের কারণে দেরি হয়ে যেত। কিন্তু কখনো কেউ কোন আপত্তি করে নি। বরং যায়নে একজন অতিথিও এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন, আমি দেখেছি খুব সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা কাজ করছিল। নিয়মিত চেকিং হচ্ছিল, বিলম্ব হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেযবান–মেহমান (কারো) কোন অভিযোগ ছিল না। বরং নিজেদের লোকেরাও ব্যবস্থাপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একজন

এগারো-বারো বছরের বালকের পিতা-মাতা আমাকে বলেন, যখন থেকে আপনি এসেছেন আমাদের ছেলে মসজিদে আসার জন্য পাঁচ-ছয় ঘন্টা পূর্বে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে যায় আর অন্য কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। অথচ পূর্বে সে কখনো এমন আগ্রহের সাথে নামাযে আসে নি। যাহোক, শিশু-কিশোরদের, ছেলে-মেয়েদের (মোটকথা) সবার মাঝে আমি আনন্দ এবং (খিলাফতের সাথে) সম্পর্কের বহিঃপ্র কাশ লক্ষ্য করেছি। এটি জামাতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা। প্রত্যেক জায়গায় নামাযের উপস্থিতি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হতো।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দোয়া হলো, মসজিদের সাথে এই সম্পর্ক এবং ইবাদতের চিন্তা যেন তাদের মাঝে স্থায়ী হয় এবং সদা বিরাজমান থাকে, আর মসজিদগুলো সর্বদা আবাদ থাকে বা মুসল্লীতে পরিপূর্ণ থাকে। যেভাবে জামাতের সদস্যরা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন তা সর্বদাতাদের মাঝে বজায় থাকুক।

মানুষের ধারণা হলো, আমেরিকার মতো দেশে লোকেরা ধর্মকে ভুলে যায়; কিন্তু আমি অধিকাংশের মাঝেই এদিকে মনোযোগ এবং উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। যারা আর্থিক কুরবানীতে দুর্বল- তারাও নিজেদের জন্য এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের জন্য ধর্মের এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার জন্য আবেদন করত। আল্লাহ্ তা'লা আমেরিকা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে সর্বদা বৃদ্ধি করতে থাকুন।

একইভাবে লাজনা, খোদ্দাম, আনসার বরং শিশুরাও এ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে। নারী-পুরুষরা রাতের পর রাত জেগে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বত্র উপস্থি তি অনেক বেশি ছিল, সহস্রের কোঠায় ছিল। আর বায়তুর রহমানে তাদের উপস্থিতি তো জলসার উপস্থিতির চেয়েও বেশি ছিল, কিন্তু খুবই সুশৃঙ্খলভাবে তারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। আল্লাহ্ করুন, আমেরিকা জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই পরিবর্তন যেন অস্থায়ী না হয়ে স্থায়ী হয়।

এখন আমি অ-আহমদীদের কিছু অনুভূতি তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লা অ-আহমদীদের হৃদয়েও অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব মানুষের হৃদয় আরো উন্মুক্ত করুন আর এরা যেন সত্যকে শনাক্ত করতেও সক্ষম হয়। যাহোক, কতিপয় মানু ষের আবেগ-অনুভূতি উপস্থাপন করছি।

যায়ন-এ নির্মিত ফাতহে আযীম মসজিদকে কেন্দ্র করে যে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে ১৬১জন অমুসলমান এবং অ-আহমদী অতিথি যোগদান করেছে। এতে কংগ্রেসম্যান, কংগ্রেস ওম্যান, মেয়র, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, প্রকৌশলী এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিগণসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজন যোগদান করেছিল।

যায়ন শহরের মেয়র জনাব বিলি ম্যাকেনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন যে, ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমামকে যায়ন শহরে স্বাগত জানানো আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের কারণ। তিনি আরো বলেন, যায়নএ আমাদের স্লোগান হলো, Historic Past and Dynamic Future অর্থাৎ, 'ঐতিহাসিক অতীত ও প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ' আর আমাদের শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই চমৎকার মসজিদ এই ব্রতের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পুনরায় বলেন, (আমার) আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা হলো, এই মসজিদ যেন আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে এক সেতুবন্ধন হয়। এই মসজিদটি মহান ঈমানে সমৃদ্ধ সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখার পর আমি যায়ন শহরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশান্বিত হই। যখন আমি সেই বাণী দেখি যা আহমদীয়া জামাত আমাদের শহরে নিয়ে এসেছে তখন আমি আনন্দ বোধ করি। [অতএব আমাদের কাছে অ-আহমদীরাও আশা রাখে।] (তিনি) পুনরায় বলেন, এটি এমন এক সুসংগঠিত জামাত যা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মান করে, যিনি খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। এরপর লিখেছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে এই শহরে যে মহান সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এই শহরের উন্নতি আর এর বাসিন্দাদের কল্যাণ ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে কাজ করা হয়েছে, তার জন্য আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা আহমদীয়া জামাতের ইমামের হাতে এই শহরের চাবি তুলে দিচ্ছি, চাবি দিচ্ছি। এরপর তিনি শহরের চাবিও দিয়েছেন।

যায়ন শহরের মেয়রের আরো অভিমত হলো, তিনি বলেন, আমি ১৯৬২ সাল থেকে এখানে বসবাস করছি। এই অনুষ্ঠান যায়ন শহর এবং জামাতের জন্য একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। আমাকেও তিনি অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় বলেন, আজ আপনি আমাকে নির্বাক করে দিয়েছেন; আর বলেন, আপনাকে পাওয়ার অনুভূতি সত্যিই চমৎকার।

ইলিনয় জেনারেল অ্যাসেম্বলীর সম্মানিত সদস্য জয়েস মেসন তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এখানে যায়ন-এ ফাতহে আযীম মসজিদের ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ হওয়া আমার জন্য সম্মানের বিষয়। যায়ন (শহর) আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। এই শহরের জন্য আজ (একটি) বিশেষ দিন। যায়ন এমন একটি স্থান- বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে আলেকজান্ডার ডুই যার ভিত্তি রেখেছিল, যে এটিকে একটি Theocratic (বা ধর্মতান্ত্রিক) শহরে পরিণত করতে চেয়েছিল, যার দ্বার তার অনুসারী ছাড়া অন্য সবার জন্য রুদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যায়ন শহর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানু ষদের আবাসস্থল। আর এই মসজিদ বিদ্বেষভাবাপন্ন লোকদের বিপরীতে মু'মিনদের দোয়ার বিজয়ের প্রতীক।

আমি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে এই মহা-সফলতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। অ-আহমদীরাও এই মোকাবিলা (বা মুবাহালা) সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে গিয়েছে। এরপর বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী মুসলিম নেতা। এরপর তিনি বলেন, তিনি (অর্থাৎ হুযূ র) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিশ্বে র বিভিন্ন আইন প্রণেতা এবং নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছেন। এরপর লিখেন, (এটি) যায়ন শহরের সৌভাগ্য যে শান্তিপ্রিয় এবং মানবতার সেবক জামাত এখানে বসবাসের এবং এরূপ সুন্দর মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আমার আন্তরিক বাসনা- এই মসজিদ কেবল এই শহরের জন্যই নয়, বরং চতুষ্পার্শ্বের (লোকদের) জন্যও আশার আলো হোক। এই সম্প্রদায়কে নতুন মসজিদ উদ্বোধনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে এখানেএকটি স্মারকলিপি পেশ করছি।

এরপর ল্যান্টোস ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড জাস্টিস-এর সভাপতি ড. ক্যাটরিনা ল্যান্টোস বলেন, আমার অনুভূতি হলো- যখনই আমি জামাতের সদস্যদের সাথে মিলিত হই, আমার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়। এরপর বলেন, এখানে যায়ন-এ সংঘটিত মুবাহালার কথা শুনে অত্যন্ত অবাক হয়েছি যে, সেই যুগে, যখন কিনা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, সেই সময়েও এই মোকাবিলা এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে!

একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ড. জন ডুই এর- যার ভিত্তি ছিল ঘৃণা, পারস্পরিক বিভেদ এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের ওপর, আর অপর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের, যা ছিল পারস্পরিক সম্মান এবং সহিষ্ণুতাভিত্তিক; আর এমন এক ব্যক্তিত্বে র পক্ষ থেকে (এটি)ছিল যিনি সম্পূর্ণ রূপে এর ফলাফল আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর এর পরিণামও আমরা জানি যে, এই মুবাহালায় কার জয় হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই মসজিদ যার এখন উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, যার নাম ফাতহে আযীম মসজিদ রাখা হয়েছে-এর অর্থ হলো এক মহান বিজয়, যা সেই মুবাহালায় আহমদীয়া জামাত এবং আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা লাভ করেছিলেন। এরপর বলেন, কিন্তু আমার মতে, আমাদের একথা বলা উচিত যে, সেটি কেবল আহমদীয়া জামাতেরই নয় বরং মানবতারও জয় ছিল। কেননা এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতার জয় হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত আমরা এখন এই মহান জামাতে প্রত্যক্ষ করি। এরপর বলেন, আজ আমরা এখানে এই সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যেভাবে বসে আছি, সেখানে সেই আহমদীদেরকেও স্মরণ রাখা উচিত যারা পাকিস্ত ানে অবস্থান করছেন এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে প্রতিনিয়ত অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন, সহিংসতা এবং ঘৃণার সম্মুখীন হন; যারা সরকার থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে করেন।

এরপর যায়ন-এর প্রাক্তন কমিশনার এ্যামস মঙ্ক সাহেব তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে আপনাদের শিক্ষামালা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে , আরবিশ্ববাসীর এ বিষয়ে আরও বেশি অবগত হওয়া উচিত। আমার মতে, এটি বর্ত মান বিশ্বে র সবচেয়ে সুন্দর রহস্য। আমি আমার সামনে টেবিলের ওপর রাখা ব্রোশিয়ার (বা প্রচারপত্র) দেখতে পাচ্ছি যাতে ন্যায়বিচার, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার বাণী রয়েছে। এটিই সেই জিনিস, আজকের পৃথিবী যারমুখাপেক্ষী। ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করুন, তাহলে পৃথিবী স্বর্গপ্রতীম হয়ে যাবে। আমার মতে, এই বাণী গোটা বিশ্বের শোনা উচিত। বিশ্বের সকল সমস্যার এটিই একমাত্র সমাধান।

প্রফেসর ক্রেইগ কনসিডিন, যিনি মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে একটি পুস্তকও লিখেছেন, তিনি একজন কট্টর খ্রিষ্টান। তিনি বলেন, আমি এতে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি যে, যুগ খলীফা আমার সাথে পুরোনো বন্ধুর ন্যায় সাক্ষাৎ করেছেন।

জামাতের ইমামের বক্তৃতা আমার খুব ভালো লেগেছে। এতে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি যখন এই বক্তৃতার স্ক্রিপ্ট পাব তখন আমি সেটিকে আমার পরবর্তী পুস্ত কে ব্যবহার করব। অতঃপর তিনি বলে ন যে, জামাতের ইমাম খুবই সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন যা সর্বস্তরের মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। তিনি আরও বলেন, সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন, পারস্পরিক

সম্মান, সহনশীলতা, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখার বিষয়ে তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন– এটি আমার কাছে বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। এরপর বলেন, তিনি আসলে আমাদের সবাইকে পারস্পরিক ভালোবাসার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি সেখানে বসে জুমুআর খুতবাও শুনেছিলেন; পুরো এক ঘন্টা বসে ছিলেন। এরপর তিনি আমাকেও বলেন যে, আমি এমন খুতবা পূর্বে কখনো শুনি নি।

ইলিনয়– শহরের এক অতিথি মেলোডি হল বলেন, আমি একজন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। এই অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আমি অনেক উপভোগ করেছি।

জামাতের ইমামের এই বাণী যে, সমাজে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির কোনো স্থান নেই– খুবই চমৎকার বাণী ছিল। তাঁকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনা এক অনন্য ও অতুলনীয় অনুভূতি। আমি অনেক উপভোগ করেছি। আমার কাছে জামাতের ইমামের এই কথা অনেক ভালো লেগেছে যে, আমাদের কাছে যে অস্ত্র আছে তা হলো দোয়ার অস্ত্র।

আরেকজন অতিথি জেফ ফেন্ডার বলেন, আমি সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট আর রিয়েল এস্টেট–এরও কাজ করি। এটি আমার প্র থম অভিজ্ঞতা ছিল; খুবই অভিভূত হয়েছি। এখানে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা আমার জীবনের এক অমূল্য উপলক্ষ্য ছিল। এরপর বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন যে, আমি এতে খুবই প্রভাবিত হয়েছি এবং আপনাদের সম্পর্কে বহু নতুন বিষয় জানতে পেরেছি। আমার কাছে এই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ এক নতুন বিষয়। আর আমি এ সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করব।

অতএব এভাবে তবলীগের পথও উন্মুক্ত হয়।

উচ্চবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মেট রেন্ডার সাহেবও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে জামাতের ইমামের বাণী আর তাঁর বোঝানোর রীতি খুবই ভালো লেগেছে। আমার ন্যায় বহু লোক এই বার্তাকে খুবই সহজে বুঝতে পারবে।

ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মেরিল হায়েল ব্র্যান্ড বা হিল ব্র্যান্ড–ও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি খুবই অভিভূত হয়েছি। আপনার বক্তব্য থেকে আন্তরিকতা উপচে পড়ছিল;কোনো কৃত্রিমতা ছিল না; সকল দিক থেকে সত্যনিষ্ঠ এবং যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এ থেকে সবাই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বিষয়ে ধারণা করতে পারবে।

ড. জেসির ডরিগ্স–ও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেন্টন অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের তিনি সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি বলেন, জামাতের ইমামের বক্তৃতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পারস্পরিক ঐক্য। খুবই চমৎকার বাণী ছিল (এটি)। তিনি বলেছেন যে, সকল ধর্ম গুরুত্ব রাখে এবং আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি– এটি খুবই উত্তম বক্তব্য ছিল।

এরপর স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের একজন প্রিন্সিপাল জেক লিভিংস্টোন বলেন যে, জামাতের ইমামের কথা নিজের মাঝে এক বিশেষ আকর্ষণ রাখে। বিশেষত মানবাধিকার এবং মানবসেবার জন্য চেষ্টা–প্রচেষ্টার কথা খুবই প্রভাব বিস্তারী। আপনাদের স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' সকল জাতি, ধর্ম আর বিশেষত পুরো যায়ন শহরে প্রতিধ্বনিত হয়। এই বার্তার (এখন) একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

মহামারির পর আমাদের পরিবার এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক মানসিক এবং অর্থ নৈতিক বিপর্যয় এসেছে; এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের এই বার্তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

আরেকজন অতিথি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যায়ন মসজিদের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে ভিত্তিতেইটও রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আজ একটি চমৎকার দিন ছিল। আমি গত বছর এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম যে, আমি এটির (কাজের) পূর্ণতা দেখব। আপনাদের মসজিদ আমাদের স্থানীয় জনবসতির জন্য আশা এবং বন্ধুত্বের এক মাধ্যম।

যায়ন পুলিশের প্রধান এরিক সাহেব বলেন, খুবই ভালো অনুষ্ঠান ছিল। সবার কাছ থেকে ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে খুবই ভালো লেগেছে। এতে কিছু যায় আসে না যে, আপনারা কারা; যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আপনারা যেন পরস্পরের প্র তি যত্নবান হন– মর্মে বাণীটি কতই না উত্তম ও সুন্দর বার্তা!

একজন অতিথি জেনিফার বলেন যে, যদি জামাতের নীতির কথা বলা হয় তাহলে তা সর্বোত্তম। আপনি যদি যায়ন শহরে পা রাখেন তাহলে পুরোনো ঘরবাড়িতে একটি স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'– চোখে পড়ে আর এর প্রতিধ্বনি আপনাদের সাথে বিরাজ করে, এর আওয়াজ আপনাদের সাথে থাকে; এটিই যায়ন শহরের প্রকৃত প্রেরণা।

এরপর আরেকজন অতিথি চেরী নীল সাহেব, যিনি যায়ন টাউনশীপের সুপারভাইজার, তিনি বলেন, এখানকার ব্যবস্থাপনায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনারা আপনাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছেন।

এরপর আরেকজন অতিথি বলেন, এটি জেনে খুবই ভালো লেগেছে যে, আমাদের মাঝে আপনার ন্যায় পথপ্রদর্শক রয়েছেন, যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মানুষকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে, আমরা সবাই এক আর সকল ধর্মের সম্মান রয়েছে–এই বার্তা খুবই উত্তম এবং কার্যকরী।

একজন অতিথিনী গ্লোরিয়া সাহেবা বলেন, যায়নের ইতিহাস খুবই তথ্যবহুল ছিল। আমি যদিও এখানেই বসবাস করি, কিন্তু এই স্থানের বহু বিষয় এমন ছিল যা আমার জানা ছিল না। অতঃপর একজন অতিথি বলেন যে, আমি এই বক্তৃতা খুব উপভোগ করেছি আর এই বার্তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আপনাদের স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'– সম্পর্কে জানতাম, কিন্তু আপনাদের দেখার পর এতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে।

আমাকে একাধিক বিষয় প্রভাবিত করেছে। এরপর তিনি বলেন, জামাতের ইমামের কাছে আমি এ নতুন কথাটি শিখলাম যে, পবিত্র কুরআনই সেই একমাত্র গ্রন্থ যা সকল ধর্মের সুরক্ষা করে; পূর্বে এটি আমার জানা ছিল না।

এরপর রয়েছেন একজন ভারতীয় প্রফেসর শুবানা শঙ্কর সাহেবা, যার সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছিল, তিনি নিউইয়র্কের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। ইতালির আব্দুস সালাম রিসার্চ সেন্টারেও তিনি রিসার্চ করেছেন। তিনি কিছুকাল ঘানাতেও ছিলেন। তিনি বলেন যে, আপনি (পূর্বে) ঘানায় ছিলেন, কিন্তু (এখনও) সেখানে আপনার কাজ জীবিত রয়েছে– এ কথা তিনি আমাকে কথায় কথায় জানান। প্রফেসর সাহেবা বলেন যে, আফ্রি কায় বেশ কয়েকজন প্রফেসরের সাথে তার কথা হয়েছে যারা আহমদীয়া বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। মেয়েদের জন্য এটি সর্বোত্তম বিদ্যালয়। তিনি আফ্রিকায় জামাতের শিক্ষাক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাসকে জনসমক্ষে আনতে চান আর পশ্চিম আফ্রিকান আহমদীদের বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করতে চান। প্রফেসর সাহেবা বলেন, স্থানীয় ভাষা অনুবাদের কাজে জামাতের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি তাকে বলেছিলাম যে, আপনার যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন হবে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা সাহায্য করব। আমি বললাম যে, বরং ঘানা ছাড়া অন্যান্য দেশকেও আপনার (পুস্তকে)। অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এরপর ডালাসে বায়তুল ইকরাম মসজিদের উদ্বোধন হয়। এ অনুষ্ঠানেও ১৪০জন অমুসলিম ও অ–আহমদী অতিথি অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবি, প্রকৌশলী এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতিথিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অ্যালেন শহরের সিটি কাউন্সিলের সদস্য কার্ল ক্লেমেনশিক যিনি শহরের চাবিও প্রদান করেছিলেন, তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আজ বায়তুল ইকরাম মসজিদের ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা খুবই সম্মানের বিষয়। আমি মেয়র এবং অ্যালেন শহরের পুরো সিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামাতকে এই অসাধারণ সফলতায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। দু'দিন পূর্বে মেয়র আমার সাথে সাক্ষাৎ করে গিয়েছিলেন; মসজিদে এসে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি এসে অপরাগতা জানিয়ে বলেছিলেন, আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি তাই উপস্থিত থাকতে পারব না, তবে আমার প্রতিনিধি পাঠাব। মেয়র সাহেবও খুবই মিশুক মানুষ ছিলেন।

যাহোক, মেয়রের প্রতিনিধি বলেন, আমরা আহমদীয়া জামাতের সেবামূলক কর্ম কাণ্ডকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। এসব সেবার মাঝে গরীবদের মাঝে খাবার বিতরণ, অভাবীদের জন্য কাপড় সংগ্রহ করা, এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অত্র অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীদের সাহায্য করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অ্যালেন শহরের সৌভাগ্য যে, এক শান্তিপ্রিয় এবং মানবসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জামাত এশহরে বসবাস করতে এসেছে এবং এই দৃষ্টিনন্দন মসজিদ এই শহরে নির্মাণ করেছে।

আমার বাসনা– এ মসজিদ শুধু এ শহরের জন্যই নয় বরং পুরো অঞ্চলের জন্য একটি আশার আলো সাব্যস্ত হোক। অ্যালেন শহরও ডালাসের একেবারে সংলগ্ন একটি শহর, বরং এখন এটি প্রায় ডালাসের অংশই হয়ে গেছে। শেষে মেয়র ও অ্যালেন শহরের কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শহরের চাবিও তুলে দেন।

প্রফেসর ড. রবার্ট হান্ট এ অনুষ্ঠানে উপস্থি ত ছিলেন, যিনি সাউদার্ন মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিনস স্কুল অব থিয়োলজিতে গ্লোবাল থিয়োলজিকাল বিভাগের ডাইরেক্টর। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, আপনারা মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়থেকে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এরপর তিনি বলেন, জামাতের নেতা, আহমদীয়া জামাতের ইমাম দু'টি অনন্য বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নিবেদিত। এরমধ্যে একটি হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অপরটি হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও আলোচনা।

এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের মাঝে গভীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রয়েছে, কেননা বিভিন্ন ধর্মের মাঝে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকে তাহলে ভেদাভেদ-দলাদলি বৃদ্ধি পায়। আমি যার ভিত্তিতে একথা বলছি তা হলো, আমার সাবালক জীবনের অর্ধেক এমন সব দেশে অতিবাহিত হয়েছে যেখানে আমি নিজে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিলাম। তিনি বলেন, ইতিহাস সাক্ষী, আহমদীয়া জামাতকে অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে এবং এ কারণেই এ জামাত ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম সারিতে রয়েছে। তাই যতক্ষণ আমরা একে অপরের সাথে সম্মান এবং মুক্ত মনমানসিকতা প্রদর্শন না করব, আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে পারবো না এবং নেতিবাচক ধ্যান-ধারণাকে সমাজ থেকে দূর করতে পারব না।

এরপর রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাননীয় মাইকেল ম্যাকল তার অভিব্যক্তির বহিঃপ্র কাশ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের তিনটি ধর্ম ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে নিজেদের ইতিহাস সূত্রিত করে। এরপর তিনি আমাকে বলেন, আপনাদের বিশ্বাস হলো, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত এই তিন ধর্মই পরস্পর শান্তি পূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে। এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা আহমদীয়া জামাতের চাইতে বেশি আর কার থাকতে পারে? তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমামের সাথে আমার হযরত ঈসা (আ.), আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা, বাইবেলের নতু ন নিয়ম ও ইঞ্জিলের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। (হুযুর বলেন) তার সাথে আলোচনা অব্যাহত ছিল এবং তার নিকট 'মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ' বইটিও ছিল। তিনি বলেন, আমি এই বইটি পড়ছি; অর্ধে ক পড়ে ফেলেছি। অত্যন্ত মজার একটি বই;আমি এই বিষয়ে আরো গবেষণা করব। এ বই পড়ে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। তিনি বেশ ভালো শিক্ষিত এবং ধর্মীয় বিষয়ে বেশ আগ্রহ রাখেন। যাহোক তিনি বলেন, বাইবেলের নতু ন নিয়ম ও ইঞ্জিল সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়া জামাতের কাছ থেকে আমারা শান্তি, দয়া এবং ভালোবাসা সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারি। ক্যাথলিক ঘরে আমি বড় হয়েছি। আমি বর্তমানে মার্কিন কংগ্রে সে আহমদীয়া ককাসের চেয়ারম্যান। (হুযুর বলেন) আমাদের পক্ষে সরবকণ্ঠ যেই কমিটি রয়েছে, তিনি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আরো বলেন, বিশেষভাবে বিশ্বব্যাপী আপনাদের শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন জাতির মাঝে ঐক্য, অহিংসা, দারিদ্র বিমোচন, অর্থ নৈতিক সাম্য, বৈশ্বিক মানবাধিকার ও সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আপনাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এরপর তিনি বলেন, অনেক আহমদী মুসলমানদের টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। অত্যাচার ও নিপীড়নের এই নিরবচ্ছিন্ন ধারা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামাতের ইমাম অন্যদের প্রতি প্রতিশোধমূলক কঠোর পদক্ষেপ নিতে বারণ করেছেন যা অনেক মহান একটি কাজ।

এরপর তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম বারংবার বিশ্ব নেতৃ বৃন্দকে বুঝিয়েছেন, প্র কৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য ন্যায়বিচার আবশ্যক। অত্যাচারিত জাতি বা দেশসমূহের অধিকারের সপক্ষে কথা বলেছেন। এই ধরনের অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ তিনি করেন এবং বেশ দীর্ঘ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

একজন অতিথি টম বেরি বলেন, আমি জামাতের ইমামের প্র তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেচাই। তাঁর বার্তা, আতিথেয়তা, পারস্পারিক হৃদ্যতা সব কিছু খুবই চমৎকার ছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি আশিস বা নেয়ামত যেখানে ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় মতপার্থ ক্যের উর্ধ্বে গিয়ে একে অপরের যতদূর সম্ভব মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করা হয়, জীবনের সম্মান এবং জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়, মানবজাতির প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এটি স্পষ্ট করে যে, এমন সমাজে কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। সবাই মিলে কাজ করা উচিত। এটিই খলীফার বার্তা ছিল। এটি এমন একটি বার্তা, যা রোজ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পুনরাবৃত্তি করা উচিত, এই বার্তাকেই সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের সন্তানদেরও এই বার্তাটি বোঝানো উচিত, কেননা যখন আমরা থাকব না তখন তারা যেন এই বার্তা প্র চার অব্যাহত রাখে। আমি পুনরায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

একজন মুসলমান অতিথি ছিলেন সুলতান চৌধুরী সাহেব। তিনি বলেন, জামাতের ইমাম বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে যে শান্তির বার্তা প্রদান করেছেন তা আমার মতে সর্বোত্তম একটি বার্তা। আমি মনে করি, মুসলমানরা এখানে এসে অঞ্চল দখল করে নিবে মর্মে যে মুসলিম-ভীতি আছে, তা দূর করা খুবই জরুরি।

তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন, যেহেতু মুসলমানদের নির্মূল করার কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে না এবং কেউ এমনটি করার চেষ্টা করছে না, তাই মুসলমানদের জন্য জঙ্গী কার্যক্রম পরিচালনার কোন বৈধতা নেই।

নর্থ প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চ থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন যার নাম ডেভিড লি মিকড সাহেবা। তিনি একজন মহিলা অতিথি। তিনি বলেন, খলীফাকে দেখে, তার কথা শুনে অনেক প্রশান্তি পেয়েছি। অন্য কাউকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এমন চেষ্টা -প্রচেষ্টা করতে দেখি নি। দারুন একটি অনুভূতি। মানুষ যদি নিজের স্বার্থপরতা, কোন প্রতিবেশীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা বা কারো এলাকা দখল করা অথবা কারো প্রতি অত্যাচারের কর্মসূচী পরিহার করে যদি এই বাণী শোনে তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমরা যদি শান্তির প্রসারকল্পে আরও বক্তব্য শুনতে পেতাম আর মানুষকে স্মরণ করাতে থাকতাম যে তাদের সর্বদা শান্তিকে উৎসাহিত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত, তাহলে কত ভাল হতো!

কলিন কাউন্টি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে লি রয় সাহেব নামে এক ব্যক্তি (অনুষ্ঠানে) অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, এটি একটি চমৎকার অনুষ্ঠান ছিল, যেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সত্যিই এক মহান কাজ করেছে।

এরপর ডাক্তার হালীমুর রহমান নামে একজন মুসলিম অতিথিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ এক সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য (অনুষ্ঠান) ছিল। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, আতিথেয়তা এবং প্যান্ডেলের পরিবেশ আমার অনেক ভালো লেগেছে। তিনি আরো বলেন, আমি এতটা সম্মানের যোগ্য ছিলাম না যতটা সম্মান তারা আমাকে দিয়েছেন। এই পরিবেশ দেখে এবং আপনাদের সম্মান প্রদর্শন দেখে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে। সর্বোত্তম লোকদের মাঝে আমার সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে (অর্থাৎ) সত্যিকারের মানুষ যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা পালনকারী (তাদের মাঝে)। [এখানে বসে তারা এমন বিবৃতি দিয়ে থাকেন, কিন্তু পাকিস্তানে গেলে মৌলভীরাতাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।

এবিক কারকান্ডেল নামের একজন অতিথি বলেন, আমি এমন একটি ধর্মীয় জামাত দেখেছি যাদের ইবাদতের পদ্ধতি তো আমাদের চেয়ে ভিন্ন, কিন্তু আমাদের মূল্যবোধ একই। আমার জন্য এটি এক মহান অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমার জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, আমি জামাতের ইমামযিনি একজন ধর্মীয় নেতা তাকে আমি এমনই ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলতে দেখছিলাম যা সকল সম্প্রদায়ের (নিজেদের মাঝে) ধারণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, এখানে এসে আমার খোদা তা'লার উপস্থিতি অনুভব হচ্ছিল; আর যেখানে আপনার খোদা তা'লার উপস্থিতি অনুভব হবে সেখানে বিশ্বাস যা-ই হোক, আপনি নিরাপত্তা ও শান্তি পাবেন, যা ধর্ম-বর্ণ নির্বি শেষে এখানকার সবাই পেয়েছে; আর সকল সম্প্রদায় এই জিনিসেরই মুখাপেক্ষী।

এরপর ভিক্টোরিয়া সাহেবা নামক এক ভদ্রমহিলা বলেন যে, এখানকার যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভাল লেখেছে তা ছিল জামাতের ইমামের বক্তব্য; কীভাবে ধর্মীয় মতপার্থক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত।

আমার মতে এটি এমন একটি বিষয় যার আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বর্তমানে শূন্যতা দেখা যায়। কাউকে এতটা প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে দেখে খুব আনন্দ অনুভূত হয়েছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থ ক্য সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত, আর আমাদের পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীলতার চেতনায় সহাবস্থান করা উচিত।

মেরী ম্যাকডারমট নামক এক মহিলা অতিথি যিনি আমাদের ডালাস মসজিদের প্রতিবেশী এবং সেখানে তাঁর অনেক বড় ভূমিখণ্ড রয়েছে; তিনি পার্কিং-এর জন্য জায়গাও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি পূর্বে কখনো আমার এই ধূলিধূসর ভূখণ্ড নিয়ে এতটা আনন্দিত হই নি যতটা এই অনুষ্ঠানের জন্য দিয়ে আনন্দিত হয়েছি। [তিনি ছিলেন খুব ভদ্রচেতা এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন মহিলা। তিনি নিজের জমি দিয়েছেন, বরং পরিষ্কার করিয়ে, সুন্দর করে, সমতল করে দিয়েছেন।]

এছাড়া বেভারলি মিকার্ড নামে আরো একজন মহিলা অতিথি ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সবসময় আন্তর্জাতিক ধর্মীয় নেতাদের কথা শুনতে ভালো লাগে যারা ধারাবাহিকভাবে শান্তির প্রয়োজনীয়তা, পারস্পরিক মতবিরোধ দূরীকরণ এবং ভালোবাসার দিকে আহ্বান করেন। আমার সবসময় এমন বাণী শুনে ভালো লাগে।

ব্যক্তিগতভাবে এই জামাত নিয়ে আমি একদম ভীত নই, আর অন্যদেরও ভীত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না; কেননা এই জামাত তো অনেক বেশি ভালোবাসা প্রদানকারী, অন্যের আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়নকারী এবং সর্বদা সৃষ্টির সেবাকারী জামাত। যদি কারো ভয় থাকেও তাহলে এই জামাতের সৃষ্টির সেবামূলক এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড দেখে তৎক্ষণাৎ সেই ভয় দূর হয়ে যায়।

এরপর জোশুয়া নামক একজন অতিথিও বলেন, আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ পাদ্রীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মানুষের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে। এখানে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 17 Nov, 2022 Issue No. 46

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যেভাবে প্রজ্ঞার সাথে শান্তি, ঐক্য এবং ন্যায়বিচারের কথা বলা হচ্ছে আমি তার জন্য সাধুবাদ জানাই।

আমি এটি অনুধাবন করেছি যে, এমনও মানুষ আছেন যারা ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জীবনে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতির প্রচার করেন। আর যেহেতু আমাদের কর্মকাণ্ড পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাই এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসা, খাবার খাওয়া এবং আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে থাকে। আমি আমার সহধর্মিণীকে বলছিলাম যে, এখানে আতিথেয়তা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল, আর এখানে এসে সব কিছু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল মনে হয়েছে।

একইভাবে একটি নতুন জায়গায় ছোট একটি মসজিদ ক্রয় করা হয়েছে। জায়গার পরিমাণ সাড়ে তিন একর, ভবনও বেশ বড়। এটি মসজিদ নয় বরং সেখানে ভবন ক্রয় করা হয়েছিল। এটি পৌনে পাঁচ একর, সাড়ে তিন একর নয়। সেখানে ১৩ হাজার বর্গফুটের একটি ভবনও আছে, যাতে বহুমুখী হল রয়েছে, অফিস কক্ষ রয়েছে, একাধিক লবিও রয়েছে। এখানে একটি গম্বুজ এবং দুটি মিনার নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে যেন এটিকে মসজিদের রূপ দেওয়া যায়। এটি বেশ ভালো জায়গা। সেখানে জামাতের সদস্যগণ নামাযও পড়ে। আমার সেখানে মাগরিব ও এশার নামায পড়ানোর সুযোগ হয়েছে।

আবিক কেন্ডাল আর্কস নামে একজন অতিথি যিনি ফোর্টওয়ার্থ-এর অধিবাসী, যাঁর কথা পূর্বেও করা হয়েছে, তিনি ডালাসে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জামাতের ইমাম অতি উত্তমরূপে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুযায়ী পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার বাণী দিয়েছেন। শান্তি এবং পারমাণবিক যুদ্ধ থেকে নিরাপদ থাকার যে বাণী দিয়েছেন তা আমার কাছে বেশ গুরত্ব রাখে। তাঁর বাণী– যারা এই যুদ্ধে অংশ নেবে তারা ধ্বংসযজ্ঞের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে– এটি অসাধারণ ছিল।

এরপর ফোর্টওয়ার্থ থেকে ফার্স্ট ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চের সদস্য ডালাসে এসেছিলেন। তিনি বলেন, (হুযূরের) বাণী চমৎকার ছিল। খলীফার এই সুস্পষ্ট বাণী সবার অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। খলীফার বক্তৃতার ধরনও উন্নতমানের ছিল। বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আবারো তাঁর বক্তৃতা শুনতে চাই।

এরপর উচ্চবিদ্যালয় মন্ত্রণালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, খলীফার দু'টি কথা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, সমাজে ইসলাম সম্পর্কে সত্যিই নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি এই বিষয়টি আমার ছাত্রদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে দেখে থাকি। দ্বিতীয় বিষয় যার আমি প্রশংসা করি তাহলো, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে খলীফার সতর্কীকরণ; বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী শুনে খুব ভালো লেগেছে।

অতএব, এই ছিল কতিপয় ব্যক্তির অভিব্যক্তি। এখন আমি এ সংক্রান্ত আরো যেসব তথ্য-উপাত্ত ও বিষয় রয়েছে সেগুলো বলে দিচ্ছি। যায়ন শহরের মসজিদে যেভাবে আপনারা এমটিএ-তে দেখে থাকবেন যে, আলেকজান্ডার ডুইয়ের সাথে মুবাহালা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৎকালীন যেসব পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেসব পত্রিকার কাটিং সেখানে প্রদর্শন করা হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মজমুআয়ে ইশতেহারাত তৃতীয় খণ্ডে ৩২টি সংবাদ পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। একই সাথে তিনি (আ.) লিখেন, এগুলো কেবল সেসব পত্রিকা যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এরূপ সংখ্যাধিক্য থেকে বুঝা যায় যে, শত শত পত্রিকায় এর উল্লেখ হয়ে থাকবে। অতএব আমেরিকা জামাত এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করেছে এবং আরো পত্র-পত্রিকা সন্ধান করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখিত এই ৩২টি পত্রিকা ছাড়াও আরো ১২৮টি এমন পত্রিকা পাওয়া গেছে যেগুলোতে ডুইকে দেয়া মুবাহালার চ্যালেঞ্জের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে এসব পত্রিকার সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০টি।

সে যুগেই, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেই আমেরিকার ১৬০টি পত্রিকা এই বিবৃতি দিয়েছে। এই সব পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণ ফাতহে আযীম মসজিদের পাশে আয়োজিত প্রদর্শনীতে লাগানো রয়েছে আর লোকেরা এসে দেখেছে।

এছাড়া যায়ন মসজিদের উদ্বোধনের সংবাদও পৃথিবীর (বিভিন্ন পত্রিকা) প্রচার করেছে। আমেরিকান নিউজ এজেন্সি এসোসিয়েটেড প্রেস আমার যায়ন সফর এবং ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনী উপলক্ষে প্রবন্ধ প্র কাশ করেছে। এর শিরোনাম ছিল Two prophets, century-old prayer duel inspire Zion mosque অর্থাৎ, যায়নের মসজিদের ভিত্তি হলো দু'জন নবীর মধ্যবর্তী শতাব্দী প্রাচীন এক মুবাহালা। এই সংবাদমাধ্যমটির ওয়েবসাইট অনুসারে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ এর পাঠক। এই প্রবন্ধটি সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর ১৩টি দেশের ৪১২টি সংবাদমাধ্যম এবং পত্র-পত্রিকায় প্র কাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ওয়াশিংটন পোস্ট, এবিসি নিউজ, টরেন্টো স্টার, দি হিল এবং অনেকগুলো বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধটি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রথম ১০টি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন নয় যে, এর প্রতি (মানুষের) দৃষ্টি ছিল না, বরং এটি গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, যায়নে ১১৫ বছর পূর্বে একটি পবিত্র অলৌকিক নির্দশন প্রকাশিত হয়েছিল। সারা পৃথিবীর লাখ লাখ আহমদী মুসলমান এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। শিকাগো থেকে ৪০ মাইল দূরে মিশিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরকে আহমদীরা ধর্মীয়ভাবে একটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই শহরের সাথে আহমদী জামাতের সম্পর্ক এক শতকেরও বেশি সময় পূর্বের মুবাহালা এবং একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০০ সালে এক খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক শহর হিসেবে জন আলেকজান্ডার ডুই যায়ন শহরের ভিত্তি রেখেছিল। সে একজন ইভাঞ্জেলিস্ট এবং প্রাথমিক যুগের পেন্টিকোস্টাল প্র চারক ছিল। আহমদীদের বিশ্বাস হলো, তাদের (জামাতের) প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ডুইয়ের ইসলামবিরোধী বাজে বক্তব্য এবং আক্রমণের বিপরীতে ইসলামের সুরক্ষায় দাঁড়িয়েছেন এবং তাকে শুধু দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। যায়নের বতর্মান সময়ের প্রায় সকল অধিবাসীই পুরোনোযুগের পবিত্র এই লড়াই সম্পর্কে অনবহিত। কিন্তু আহমদীদের জন্য এই পবিত্র লড়াই এমন যা যায়ন শহরের সাথে একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সমগ্র পৃথিবী থেকে হাজার হাজার আহমদী মুসলমান শত বছর পুরোনো এই নিদর্শনকে স্মরণ করার জন্য এবং যায়ন শহরের ইতিহাস আর তাদের বিশ্বাসের একটি গুরুত্ব পূর্ণ মাইল ফলক (এ) শহরের প্রথম আহমদী মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্র হণের জন্য শহরে সমবেত হয়েছে। ডুই সম্পর্কে এতে সে আরো অনেক কিছু লিখেছে আর ডুই-সংক্রান্ত প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছে। এরপর লিখেছে, আহমদীদের বিশ্বাস হলো তাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা যিনি ১৮৩৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি একজন সংস্কারক ছিলেন আর তঁ ার আগমনের সুসংবাদ ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা দিয়েছিলেন। তারা আরো বিশ্বাস করে, মির্যা গোলাম আহমদ হযরত ঈসা (আ.)-এর মসীল বা প্রতিচ্ছবি হিসেবে দ্বিতীয়বার আগমন করেছেন। এছাড়াও কানাডাতে যায়ন সফর এবং ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনের খবর ব্যাপক পরিসরে প্রচারিত হয়েছে।

আল্লাহ্র কৃপায় কানাডাতে ৯টি বড় বড় পত্রিকা, ৬টি অনলাইন পাবলিকেশন এবং ১টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে যায়ন সফরের বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে। কানাডাতে ৮ লাখ ৫৭ হাজার মানুষের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। আমেরিকা ও কানাডা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, গ্রীস, সিয়েরালিওন, তাইওয়ান, ভারত, হংকং, পেরু, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া এবং ভিয়েতনামের অনলাইন পত্রপত্রিকা খবরটি প্রচার করেছে।

আমেরিকার নিউজ এজেন্সি যেটির বরাতে আমি কথা বলেছি অর্থাৎ এসোসিয়েটেড প্রেসের এই প্রবন্ধটি আমেরিকার দুইশত পত্র-পত্রিকা ছেপেছে এবং ১৭৬টি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমেও এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। যায়ন এবং ডালাসে যে বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছিল তা গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন এবং সেনেগালের জাতীয় টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় যা লাখ লাখ মানুষ দেখেছে। তারা বলেন, যায়নে ফাতহে আযীম মসজিদের (উদ্বোধনী) অনুষ্ঠানের আধা ঘণ্টা পূর্বে আমাদের স্টুডিওতে সরাসরি সম্প্রচার

খুতবারং শেষাংশ ৭ পাতায়....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir